দ্বীনিয়াত কেন ও কাদের জন্য?

মহান স্রষ্টা মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সফলতার চাবিকাঠি "দ্বীন" এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছেঃ ১ ঈমান, ২ ইবাদাত, ৩ লেন-দেন, ৪ সামাজিকতা, ৫ আচার-আচরণ। আল্লাহর আদেশ ও নবীজী সাঃ এর নূরানী তরীকানুযায়ী উল্লেখিত শাখার উপর জীবন-যাপন করার নামই দ্বীন। এ দ্বীন আমাদেরকে তথা সমগ্র মানব জাতিকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয়। সত্য বলতে কি, দ্বীন অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী একজন সঠিক মুসলমান, একজন সঠিক মানুষ, এমন কি একজন উল্লেখযোগ্য নাগরিক বলেও বিবেচিত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই দ্বীনের উপর চলে একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও ইহকাল ও পরকালে সফলতা পেতে পারে।

দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে আমল করার জন্য দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। সেজন্য প্রত্যেকের জন্য দ্বীন শিক্ষা করা আবশ্যক। এছাড়া ঐ সমস্ত লোকেরা যারা স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য কর্ম ব্যস্ততায় লিপ্ত আছে তাদের উচিৎ যে, তারা যেন নিজেদের সময়ের কিছু অংশ খালি করে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং কমপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদীর শিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ চেষ্টা করে, যাতে নিজেদের জীবনকে ইসলামী নির্দেশানুযায়ী পরিচালনা করে সফল হতে পারে।

তার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর একটি গুরু দায়ীত্ব হল তারা ঈমান ও ইসলামের মহান সম্পদকে মানুষের নিকট পৌছাবে, অজ্ঞ লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিবে, তাদেরকে কল্যাণ ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বাঁধা দিবে। আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা: তোমরা সেই উত্তম উম্মাত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করতে থাক ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে থাক। [আলে ঈমরাণ: ১১০]

এটা একটি বাস্তব সত্য যে, এ যুগে ইলম অর্জন করার একটি বিশেষ মাধ্যম হল কোর্স এবং কোর্সকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে পরিচালনার জন্য নেযাম তথা শৃঙ্খলা অতি আবশ্যক। কোন কোর্সকে সফল এবং উপকারী বানানোর ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার অনেক বড় হাত থাকে। কোর্স ও শৃঙ্খলার এই গুরুত্বকে সামনে রেখে শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন "দ্বীনিয়াত" নামে একটি কোর্স এবং তার জন্য একটি নেযাম তথা শৃঙ্খলাকে সন্নিবেশীত করা হয়েছে। এই কোর্সটিকে পাঁচটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে: ১ কুরআন ২ হাদীস ৩ আক্বাইদ, মাসাইল ৪ ইসলামী তারবিয়াত ৫ ভাষা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর অধীনে কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়বস্তুর শুরুতে তার সংজ্ঞা ও তা পড়ার উপকারীতাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা এই বিষয়বস্তুটি বুঝে আগ্রহচিত্তে পড়তে পারে, অনুরূপভাবে শিক্ষকদের দিক নির্দেশনার খাতিরে প্রতিটি বিষয়বস্তুতে "শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা" দেওয়া হয়েছে, তদ্রূপ দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জিনিস সমূহ যেমনঃ নামায, শুরু থেকেই শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অনতিবিলম্বে তার উপর আমল হতে থাকে। কোর্সকে সম্মিলিতভাবে পড়ানোর নিয়ম রাখা হয়েছে। প্রতিটি সবককে মাস ও দিন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, পিতা-মাতা, বিভাগ-প্রধান এবং জিম্মাদারদের সামনে একটা টার্গেট থাকে এবং প্রত্যেকে সে অনুযায়ী পরিশ্রম করে। এছাড়া পরিশেষে পরীক্ষা স্বরূপ প্রতি মাসের প্রশ্নাবলী, নামায ও হাজেরী চার্টও সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা আশাবাদী যে, এই নিয়ম-নীতিতে ছাত্র/ছাত্রীদের কম সময়ে ইনশাআল্লাহ্ বহু ফায়েদা হবে। এবং সহজ সরল পদ্ধতিতে ইলমে-দ্বীন অর্জন করে তার উপর আমলও করতে পারবে এবং অন্যদের নিকট পৌছাতে পারবে। মহান স্রষ্টা আমাদের এই মা'মুলী পরিশ্রমকে কবুল করুন ও আমাদের জন্য পরকালের পাথেয় বানান। (আ-মীন)

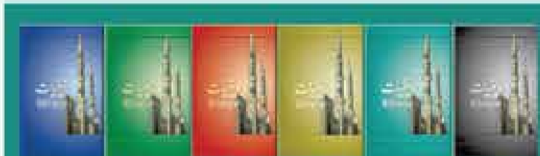

শিশু শ্রেণি | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি

স্কুলগামী বাচ্চাদের জন্য প্রাথমিক কোর্স

বয়স্ক শিক্ষা কোর্স

দ্বীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স ● চতুর্থ শ্রেণি

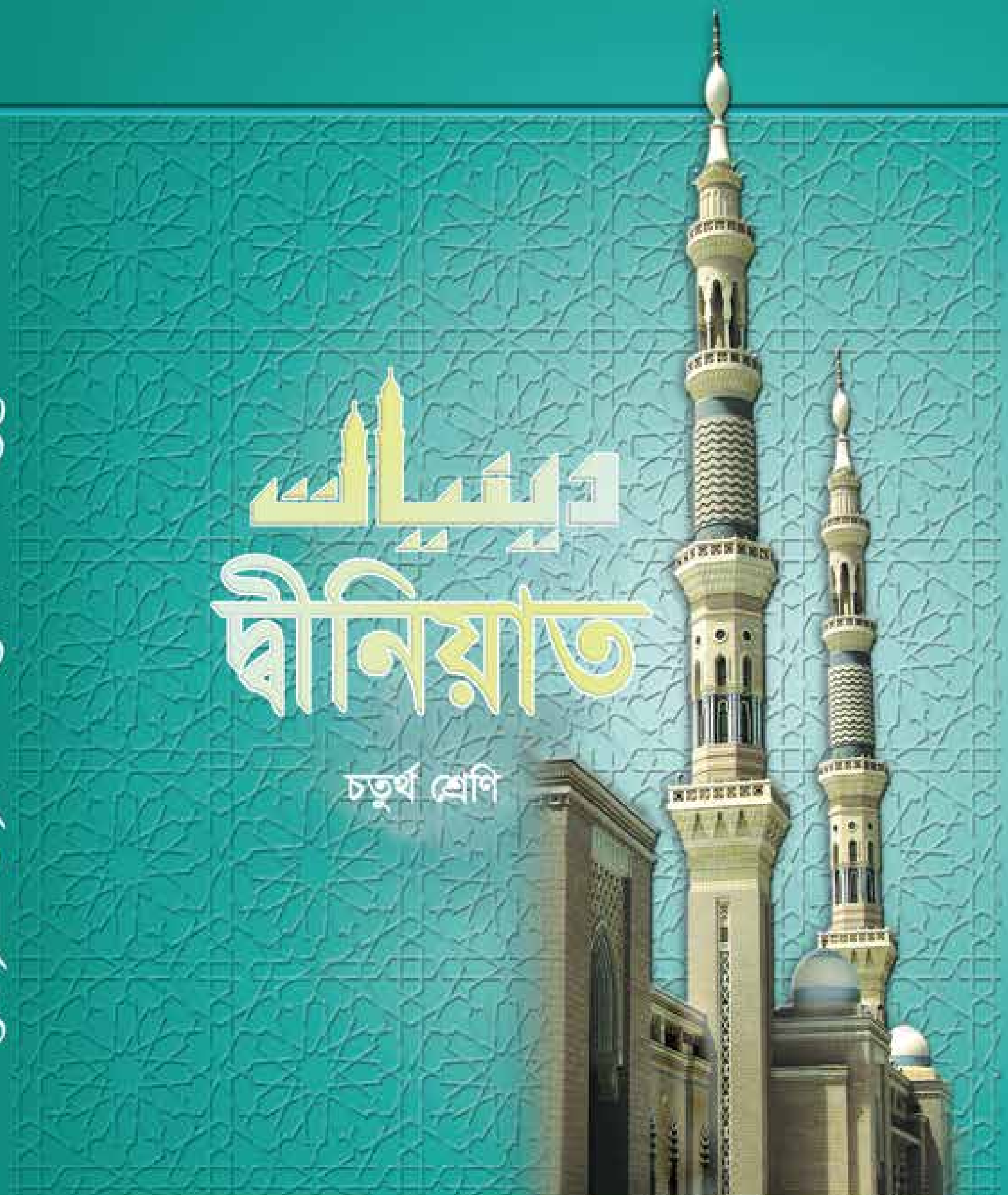

دينيات

দ্বীনিয়াত

চতুর্থ শ্রেণি

● কুরআন ● হাদীস ● আকাইদ, মাসাইল ● ইসলামী তরবিয়ত ● ভাষা

দ্বীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স - চতুর্থ শ্রেণি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয ।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

دينيات

দ্বীনিয়াত

চতুর্থ শ্রেণি

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

দ্বীনিয়াত সেন্টার

আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৫৫৬-১০০২০০, ০১৮১৯-৪৭৭৮৮৬

www.deeniyatbd.com.

www.deeniyat.com

Deeniyat

শিক্ষার্থীর নাম :--

অভিভাবকের নাম :--

বর্তমান ঠিকানা :--

মোবাইল :--

প্রকাশনায়

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস

আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০
০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর- ২০১৫

ISBN : 979-984-93621-4-2

নির্ধারিত মূল্য

১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

Deeniyat

ড. মুশতাক আহমদ

উপ-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শায়খুল হাদীস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: dr.maolana.mushtaque@gmail.com

এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। আর আল কুরআন হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত জীবন বিধান। আল কুরআনুল কারিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন অক্ষয়, চীর সতেজ। কুরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বুকে সংরক্ষিত এই কুরআন। ধরার বুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা করার জন্য অগণিত বান্দাকে নিযুক্ত করেছেন।

যারা কুরআন শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি দ্বীনিয়াত নামের একটি কুরআনি কার্যক্রম, গবেষণা ও সিলেবাস আমার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাদের যুগোপযোগী সিলেবাস। তাদের সিলেবাস দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি যে, কুরআন শিক্ষা এত সহজ? শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু- কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ -মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দ্বীন পৌঁছানোর যে স্লোগান নিয়ে দ্বীনিয়াতের পথ চলা এটা যে শতভাগ সত্য তা তাদের সিলেবাস দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আরো আপ্লুত হয়েছি একথা শুনে যে, দ্বীনিয়াতের উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজগামী ৯৮% মুসলিম বাচ্চাদের নিয়ে যারা দ্বীনের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত।

দ্বীনিয়াতের সিলেবাস শেষ করার পর স্কুল কলেজের একটা ছেলের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ এক.সকল ভ্রান্ত আকিদার উর্ধে থাকা। দুই.সিলেবাস শেষ করার পর তার এই পরিমাণ সমৃদ্ধ হয় যে, সে জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, ঈদের নামাজ পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এটা সহজ কথা নয়। স্কুলগামী বাচ্চারা দেশের প্রায় সকল মক্তবে যেখানে একটা বাচ্চাকে শুধু কুরআন শিখতে চার পাঁচ বছর লেগে যায় সেখানে দ্বীনিয়াতের সিলেবাসের আলোকে মাত্র এক থেকে দুই বছরে বাচ্চা বুড়ো, যুবারা কুরআন, হাদীস, আকাইদ মাসাইল, ইসলামী তারবিয়ত ও আরবি ভাষা সহ মোট পাঁচটি বিষয়ের অধীনে দ্বীনের ১৩ টি মৌলিক বিষয় শিখে যাচ্ছে! এই আইডিয়ার ভিতর আমি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছি মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আ'জিম।

আমার মতে দ্বীনিয়াতের এই সিলেবাস বাংলাদেশের সকল মক্তবে চালু করা দরকার। আইম্মায়ে মাসাজিদ ও কমিটির কাছে বিশেষভাবে দ্বীনিয়াতের সিলেবাস একটিবারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

দ্বীনিয়াতের আগামী দিনের পথচলা মসৃণ ও সুন্দর হোক আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া রইল। দ্বীনিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ফিকিরমান্দ ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয়জগতে পূর্ণ কামিয়াবি দান করুন।

০২-০৬-২০
ড. মুশতাক আহমদ

Deeniyat

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনে এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলাম সঠিক নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং সফল মানব জীবন গঠনের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরন ও অনুকরনের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দিক নিদের্শনা অনুযায়ী জীবন পরিচলনার জন্য ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। এজন্যই মানবতার শিক্ষক নবীয়ে আরাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ : ২২৪]

হাদিসে ইলমের গুরুত্বের সাথে সাথে ইলমে দীন অর্জনকারীর ফযীলতের কথাও এসেছে। যেমন : ইরশাদ হয়েছে - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেছেন-

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ

অর্থ : তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। [শু'আবুল ঈমান : ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াআল্লাহু আনহুম, পরবর্তী সময়ের উলামায়ে উম্মত এবং মহা মনীষীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আসমানী ইলমের এই ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহা মুল্যবান আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

Deeniyat

فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنَّا وَ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের ও সকল মুসলমানের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) আমীন।

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরিতাপ ও দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, আজ আমাদের স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা বিলুপ্তির পথে। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মুল্যবোধ ও নৈতিকতা। নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে বর্তমান সমাজ ঢেকে যাচ্ছে অপরাধ আর অসামাজিক কার্যক্রমের কালো ছায়ায়। তরুণ সমাজের মাঝে এর ভয়াবহ পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চার অভাবে তরুণদের একটি শ্রেণী ধর্মীয় অনুভূতিশূন্য ও ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে গড়ে উঠছে। বরং নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার ধংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুষ্ঠ মোকাবেলায় আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এদেশের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকর পন্থা হল, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা ও কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো। তাহলেই আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দীন ও ঈমান হেফাজত হবে, তারা আদর্শ নাগরিক হিসাবে ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী মনীষীগণ দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের

মৌলিক শিক্ষা ও সঠিক আদর্শ পৌছে দেয়ার লক্ষে তৈরি করেছেন “দ্বীনিয়াত কোর্স”। দ্বীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে প্রচলিত এবং ২০টি ভাষায় অনুদিত। কোর্সটি শ্রেণি হিসাবে দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ক্লাসের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। এই কোর্সটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, কুরআন শিক্ষা একাডেমী, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এদেশের প্রতিটি মসজিদ, স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে দীনিয়াতের কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌছে দেয়া সম্ভব।

দ্বীনিয়াত কর্তৃপক্ষ এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে তার প্রচষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং দেশের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই “দ্বীনিয়াত প্রতিষ্ঠান” স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ও বয়স্ক নারী-পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে।

বাচ্চাদের পাঠ্যক্রম তিন ভাগে বিভক্ত : ১ প্রাথমিক কোর্স ২ মাধ্যমিক কোর্স ৩ এডভ্যান্স

প্রাথমিক কোর্স (শিশু কোর্স ব্যতীত) পাঁচ বছর মেয়াদী। যার মধ্যে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী ও মাসাইলসমূহ শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের হাতের এ পাঠ্যক্রমটি চতুর্থ শ্রেণির। এতে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকার এই সমাজের জন্য দ্বীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রম হতে পারে আলোর বাতিঘর। আল্লাহ তা’আলা দ্বীনিয়াতের এই প্রচেষ্ঠাকে কবুল করুন এবং ঈমানী ও জাতীয় স্বার্থে এই মূল্যবান কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Deeniyat

চতুর্থ বছরের বিশেষ নির্দেশনাবলী

- **চতুর্থ বছর** দ্বিতীয় পারা হতে একাদশ পারা পর্যন্ত মোট ১০ পারা নাযেরায়ে কুরআন কোর্সভূক্ত করা হয়েছে। যেহেতু সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য হল কুরআন শরীফের শিক্ষা ও বিশুদ্ধতা, সুতরাং নাযেরায়ে কুরআন চলাকালে কায়েদাসমূহের বাস্তব অনুশীলন ও আরবী হরফসমূহের সঠিক উচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এদিকে লক্ষ্য রেখে কোর্সের অন্যান্য বিষয়বস্তুসমূহ কম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়বস্তু সমূহ **পরিপোক্ক** করানোর পর যে সময় বেঁচে যায় তা নাযেরায়ে কুরআনে ব্যয় করুন।

- বিগত বছরগুলোর সবকসমূহের মধ্য হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সবকসমূহের রিপিট এ বছরের কোর্সভূক্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়বস্তু সমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিপটে ভালভাবে বসে যায়। সবকের ন্যায় রিপিটের ক্ষেত্রেও দিন ও মাস নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

- রিপিটের দিনগুলোতে নাযেরায়ে কুরআনের রিপিট করানো হবে না, সেজন্য এ দিনগুলোতে নাযেরায়ে কুরআনের সবক বন্দ করবেন না, বরং প্রথমে নাযেরায়ে কুরআনের সবক পড়িয়ে দিবেন অতঃপর অন্যান্য বিষয়বস্তুর রিপিট করিয়ে দিবেন।

- কিতাবের শেষে নাযেরায়ে কুরআন হতে শুধুমাত্র তাজবীদের কায়েদাসমূহ দেওয়া হয়েছে, সেজন্য নাযেরায়ে কুরআন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সরাসরি কুরআনে কারীম হতেই প্রশ্ন করুন।

Deeniyat

সময়সূচী

প্রথম পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিয়ষ পড়ানো হবে

সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নাযেরায়ে কুরআন] পৃ. ১৯ [হিফযে সূরা] পৃ. ২৫	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[দু'আ-সুন্নত] পৃ. ৩৫	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] পৃ. ৫৮ [নামায] পৃ. ৭১	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[ইসলামী জ্ঞান] পৃ. ৯৯ [বক্তৃতা ও দু'আ] পৃ. ১০৪	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী] পৃ. ১২৮	৫ মিনিট

২য় পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিয়ষ পড়ানো হবে

সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নাযেরায়ে কুরআন] পৃ. ২১ [হিফযে সূরা] পৃ. ৩৩	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[হিফযে হাদীস] পৃ. ৫০	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আসমাউল হুসনা] পৃ. ৮৩ [মাসাইল] পৃ. ৯১	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তরবিয়ত	[সীরাত] পৃ. ১০৬ [সহজ দীন] পৃ. ১২১	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবি] পৃ. ১২৮	৫ মিনিট

বি. দ্র. ঃ উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুপাতে তাতে কম-বেশী করা যেতে পারে।

Deeniyat

পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী

সূচনা	হাম্দ এবং না'ত	৫টি হামদ ও ৫টি না'ত ।
কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	আলিফ, বা, তা, থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ কুরআন নাযেরার মাধ্যমে খতম হবে ।
	হিফ্যে সূরাহ্	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতেহা, ২১টি সূরা (সূরায়ে যুহা থেকে সূরায়ে নাস পর্যন্ত) এবং আয়াতুল কুরসি ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	৩৮টি দু'আ এবং ১৩টি কর্মের সুন্নাতসমূহ (যেমন পানাহার, নিদ্রা, ঘর, মসজিদ এবং পেশাব ও পায়খানায় গমন ও প্রস্থান ইত্যাদি ।
	হিফযে হাদীস	ইসলামের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শাখাঃ ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস অর্থসহ ।
আকাইদ , মাসাইল	আকাইদ	৫ টি কালিমা, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাসসালসহ এবং দ্বীনের ঐ মৌলিক বিষয়বস্তুসমূহ, একজন মুসলমানের জন্য বিশ্বাস রাখা যেগুলোর উপর জরুরি । যেমন আল্লাহ্, রাসূল, কিতাব, ফেরেস্তা এবং আখিরাত ইত্যাদি ।
	নামায	সম্পূর্ণ নামায এবং তার দু'আসমূহ এবং অতিরিক্ত ছয়টি নামায পড়া ও পড়ানোর পদ্ধতি, যেমন : বিতর, অসুস্থব্যক্তির নামায, জুমআর নামায, মুসাফিরের নামায এবং সেগুলোর বাস্তব অনুশীলনীর সাথে সাথে ছাত্রদের নামাযের দেখাশুনা ।
	আসমাউল হুসনা	আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম ।
	মাসাইল	নামায এবং পবিত্রতার জরুরি মাসাইল যেমন গোসল, অযু, নামাযের ফরয এবং ওয়াজিবসমূহের সাথে সাথে যাকাত, রোযা এবং হজ্জের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।
ইসলামি তরবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ১১০ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা, দু'আ	৫ টি বক্তৃতা ও ৫ টি কুরআনী দু'আ ।
	সীরাত	আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (হযরত আবু বকর رضي الله عنه ,হযরত উমর رضي الله عنه হযরত উসমান رضي الله عنه ও হযরত আলী رضي الله عنه) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
	সহজ দ্বীন	৪০ টি সবকঃ বাচ্চাদের দ্বীনী তারবিয়াতকে সামনে রেখে ইসলামের পঞ্চম অধ্যায়; ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা, আচার আচরণ সংক্রান্ত ।
ভাষা	আরবি	গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নাম, ইসলামী মাস, দিনসমূহ এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম ।

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

প্রথম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ পারা নং ২,নূন সাকিন ও তানবীনের ইযহার ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ঝিলঝাল হতে সূরায়ে নাস পর্যন্ত রিপিট ।
হাদীস	দু'আ সুন্নাত	ঃ বিগত বছরসমূহের দু'আ এবং সুন্নত সমূহের রিপিট ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ সপ্ত কালিমার রিপিট অর্থসহ।
	নামায	ঃ নামাযের সমস্ত কালিমাসমূহ,বিতিরের নামায এবং দু'আয়ে কুনুতের রিপিট এবং আযান ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৩ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দু'আ ।
ভাষা	আরবি	ঃ ইসলামী মাসসমূহ ।

দ্বিতীয় মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ পারা নং ২,৩ , নূন সাকিন এবং তানবীনের ইযহার, নূন সাকীন এবং তানবীনের ইখ্‌ফা ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ঝিলঝাল হতে সূরায়ে নাস পর্যন্তের রিপিট ।
হাদীস	দু'আ সুন্নত	ঃ বিগত বছরসমূহের দু'আ এবং সুন্নতসমূহের রিপিট ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ আল্লাহ্ তায়ালার সম্পর্কে ১৪ টি প্রশ্নোত্তর ।
	নামায	ঃ আযান ইক্বামাত এবং জামাতের সাথে নামায ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দু'আ ।
ভাষা	আরবি	ঃ সময়সমূহ

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

তৃতীয় মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ	পারা নং ৩, নূন সাকীন এবং তানবীনের ইখ্‌ফা ।
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে যুহা ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	বাড়িতে প্রবেশ করার দুআ এবং সুন্নাতসমূহ ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	আল্লাহ্ তাআলা এবং ফিরিশতাদের সম্পর্কে ১০ টি প্রশ্নোত্তর ।
	নামায	ঃ	জামাতের সাথে নামায, জামাতের সাথে নামাযের নিয়ম ।
ইসলামী তারবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৩ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ	একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দু'আ ।
ভাষা	আরবি	ঃ	বিবিধ

চতুর্থ মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ	পারা নং ৪,নূন সাকিন এবং তানবীনের ইক্বলাব
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে যুহা
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	বাড়িতে প্রবেশ করার সুন্নাতসমূহ,বাড়ির থেকে বের হওয়ার দুআ এবং সুন্নাতসমূহ ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	ফিরিশতা এবং আসমানী কিতাব সম্পর্কে ৯ টি প্রশ্নোত্তর ।
	নামায	ঃ	জামাতের সাথে নামাযের নিয়ম ।
ইসলামী তারবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৩ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ	একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দু'আ ।
ভাষা	আরবি	ঃ	আত্মীয়-স্বজন

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পঞ্চম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ	পারা নং ৪,৫, নূন সাকিন এবং তানবীনের ইক্বলাব, নূন সাকিন এবং তানবীনের ইদগাম ।
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে ইনশিরাহ্ ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	কাপড় পরিধান করার দুআসমূহ ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে ১২ টি প্রশ্নোত্তর ।
	নামায	ঃ	জামাতের সাথে নামাযের নিয়ম, জুমআর নামায ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ৪টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ	একটি বক্তৃতা এবং একটি কুরআনী দুআ ।
ভাষা	আরবি	ঃ	প্রাকৃতিক বস্তু ।

ষষ্ঠ মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ	পারা নং ৫, নূন সাকিন এবং তানবীনের ইদগাম ।
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে ইনশিরাহ্ ।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ	বিগত বছরসমূহের হাদীসের রিপিট ।
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ	বিগত বছরসমূহের রিপিটের সাথে ৫১,৫২ এবং ৫৩ ।
	মাসাইল	ঃ	বিগত বছরসমূহে প্রদত্ত মাসআলাসমূহের রিপিট ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ	আমাদের নবী ﷺ এর মক্কী জীবনের সারাংশ, মাদানী জীবন ।আমাদের নবী ﷺ মদীনায় এবং মুহাজির ও আনসারদের পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ।
	সহজ দ্বীন	ঃ	ঈমান ও ইবাদাত সম্পর্কে এক একটি সবক ।
ভাষা	আরবি	ঃ	রিপিট

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

সপ্তম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ পারা নং ৬, মীম সাকিনের ইযহার।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ত্বীন।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ২১/২২ এবং ২৩ ।
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ ৫৪/৫৫/৫৬/৫৭ এবং ৫৮ ।
	মাসাইল	ঃ ইস্তিঞ্জার বর্ণনা এবং নামায ভঙ্গকারী জিনিষসমূহ্।
ইসলামী তরবিয়াত	সীরাত	ঃ পবিত্র মদীনার অবস্থা,মুসলমানদের তিন শত্রু,বদর এবং উহুদের যুদ্ধ।
	সহজ দ্বীন	ঃ লেনদেন ও সামাজিকতা সম্পর্কে এক একটি সবক।
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

অষ্টম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ পারা নং৬,৭মীম সাকিনের ইযহার,মীম সাকিনের ইখফা।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ত্বীন।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ২৩/২৪ এবং ২৫ ।
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ ৫৯/৬০/৬১/৬২ এবং ৬৩ ।
	মাসায়িল	ঃ নামায ভঙ্গকারী জিনিষসমূহ্।
ইসলামী তরবিয়াত	সীরাত	ঃ খন্দক, হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়।
	সহজ দ্বীন	ঃ আচার আচরণ এবং ঈমান সম্পর্কে এক একটি সবক।
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

Deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

নবম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন ঃ	পারা নং৭,৮,মীম সাকিনের ইখফা,মীম সাকিনের ইদগাম ।
	হিফযে সূরা ঃ	সূরায়ে ক্বদর ।
হাদীস	হিফযে হাদীস ঃ	হাদীস নং ২৬/২৭/২৮ ।
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা ঃ	৬৪/৬৫/৬৬/৬৭/৬৮ এবং ৬৯
	মাসাইল ঃ	নামায ভঙ্গকারী জিনিষসমূহ এবং নামাযের মাকরুহ্ ওয়াক্তসমূহ ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত ঃ	মক্কা বিজয়,বিদায় হজ্ব এবং আমাদের নবী ﷺ এর মৃত্যু ।
	সহজ দ্বীন ঃ	ইবাদাত ও লেনদেন সম্পর্কে এক একটি সবক ।
ভাষা	আরবি ঃ	রিপিট

দশম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন ঃ	পারা নং ৯,১০,১১ ওয়াকফের নিয়ম,এ বছরের মুখস্থকৃত সমস্ত নিয়মাবলীর রিপিট ।
	হিফযে সূরা ঃ	সূরায়ে ক্বদর ।
হাদীস	হিফযে হাদীস ঃ	হাদীস নং ২৮/২৯ এবং ৩০ ।
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা ঃ	৭০/৭১/৭২/৭৩/৭৪এবং ৭৫
	মাসাইল ঃ	নামাযের মাকরুহ্ ওয়াক্তসমূহ ।
	সীরাত ঃ	আমাদের নবী ﷺ এর সন্তানাদী এবং আমাদের নবী ﷺ এর চরিত্র ও অভ্যাস ।
	সহজ দ্বীন ঃ	সামাজিকতা ও আচার আচরণ সম্পর্কে এক একটি সবক ।
ভাষা	আরবি ঃ	রিপিট

Deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নাযেরায়ে কুরআন — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৯
নাযেরায়ে কুরআন- পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১৯
ক্বায়েদার অনুশীলন সহ নাযেরায়ে...	২০
হিফ্যে সূরা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৫
হিফ্যে সূরা- পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২৫
বিগত বছরসমূহের রিপিট	২৬
সূরায়ে যুহা	৩২
সূরায়ে ইনশিরাহ্	৩৩
সূরায়ে ত্বীন	৩৩
সূরায়ে ক্বদর	৩৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২-হাদীস	
দুআ, সুন্নত — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৩৫
দুআ, সুন্নত - পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৩৫
বিগত বছরসমূহের রিপিট	৩৬
ঘরে প্রবেশ করার দু'আ	৪৭
ঘরে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ	৪৭
ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ	৪৮
ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নতসমূহ	৪৮
কাপড় পরার দু'আ	৪৯
নূতন কাপড় পরার দু'আ	৪৯
হিফ্যে হাদীস — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৫০
হিফ্যে হাদীস- পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৫০
বিগত বছরসমূহের রিপিট	৫১
হাদীস নং ২১ ঈমান সম্পর্কীয়	৫৫
হাদীস নং ২২ ঈবাদাত সম্পর্কীয়	৫৫
হাদীস নং ২৩ লেনদেন সম্পর্কীয়	৫৫

Deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং (২৪) সামাজিকতা সম্পর্কীয়	৫৬
হাদীস নং (২৫) আচার আচরণ সম্পর্কীয়	৫৬
হাদীস নং (২৬) ঈমান সম্পর্কীয়	৫৬
হাদীস নং (২৭) ঈবাদাত সম্পর্কীয়	৫৬
হাদীস নং (২৮) লেনদেন সম্পর্কীয়	৫৭
হাদীস নং (২৯) সামাজিকতা সম্পর্কীয়	৫৭
হাদীস নং (৩০) আচার আচরণ সম্পর্কীয়	৫৭
৩- আকাইদ, মাসাইল	
আকাইদ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৫৮
আকাইদ-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৫৮
বিগত বছরসমূহের রিপিট	৫৯
আল্লাহ তা'আলা	৬১
ফিরিশতাগণ	৬৫
আসমানী কিতাবসমূহ	৬৮
নামায শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭১
নামায-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৭১

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বিগত বছরসমূহের রিপিট	৭২
আযান	৭৬
ইক্বামাত	৭৭
জামাতের সাথে নামায	৭৯
জামাতের সাথে নামাযের নিয়ম	৮০
জুমআর নামায	৮১
আসমাউল হুসনা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৩
আসমাউল হুসনা পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৮৩
বিগত বছরসমূহের রিপিট	৮৪
আসমাউল হুসনা (৫১হতে৭৫পর্যন্ত)	৮৪
মাসাইল শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৯১
মাসাইল পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৯১
বিগত বছরসমূহের রিপিট	৯২
ইস্তিঞ্জার বর্ণনা	৯৬
ইস্তিঞ্জার নিয়ম	৯৬
নামায ভঙ্গকারী জিনিসসমূহ	৯৭

Deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
নামাযের মাকরুহ্ ওয়াক্তসমূহ	৯৮
ঐ সমস্ত সময় যখন নামায পড়া জায়েয নেই	৯৮
এগুলো ছাড়া দুটি সময় এরুপ রয়েছে যাতে....	৯৮
৪-ইসলামী তারবিয়াত	
ইসলামী জ্ঞান শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৯৯
ইসলামী জ্ঞান-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৯৯
প্রশ্নাবলী ও উত্তরসমূহ	১০০
বক্তৃতা ও দুআ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০৪
বক্তৃতা ও দুআ- পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১০৫
ইলমের ফযীলাত	১০৫
দু'আ	১০৫
সীরাত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০৬
সীরাত-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১০৬
গত বছরের রিপিট	১০৭
মাদানী জীবন	১০৯
আমাদের নবী ﷺ মদীনায়	১০৯

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মুহাজির ও আনসারদের পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন	১১০
মদীনার অবস্থা	১১০
মুসলমানদের তিন শত্রু	১১১
বদর এবং উহুদের যুদ্ধ	১১২
খন্দক	১১৩
হুদায়বিয়ার সন্ধি	১১৪
মক্কা বিজয়	১১৫
বিদায় হজ্ব	১১৬
আমাদের নবী ﷺ এর মৃত্যু	১১৭
আমাদের নবী ﷺ এর সন্তানাদী	১১৮
আমাদের নবী ﷺ এর চরিত্র ও অভ্যাস	১১৮
সহজ দ্বীন শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১২০
সহজ দ্বীন- পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১২১
হাদীস নং ২১ ঈমান সম্পর্কীয়	১২২
হাদীস নং ২২ ঈবাদাত সম্পর্কীয়	১২৩
হাদীস নং ২৩ লেনদেন সম্পর্কীয়	১২৩

Deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং ২৪ সামাজিকতা সম্পর্কীয়	১২৪
হাদীস নং ২৫ আচার আচরণ সম্পর্কীয়	১২৪
হাদীস নং ২৬ ঈমান সম্পর্কীয়	১২৫
হাদীস নং ২৭ ঈবাদাত সম্পর্কীয়	১২৫
হাদীস নং ২৮ লেনদেন সম্পর্কীয়	১২৬
হাদীস নং ২৯ সামাজিকতা সম্পর্কীয়	১২৬
হাদীস নং ৩০ আচার আচরণ সম্পর্কীয়	১২৭
৫-ভাষা	
আরবী শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১২৮
আরবী-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১২৮
اَلْأَشْهُرُ মাস সমূহ	১২৯
সময়	১৩০
বিবিধ	১৩১
আত্মীয়-স্বজন	১৩২
প্রাকৃতিক বস্তু	১৩৩

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৪
দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৪
তৃতীয় মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৫
চতুর্থ মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৫
পঞ্চম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৬
ষষ্ঠ মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৬
সপ্তম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৭
অষ্টম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৭
নবম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৮
দশম মাসের প্রশ্নোত্তর	১৩৮
নামাযের তালিকা	১৩৯
মাসিক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি তালিকা	১৪৩

সমাপ্ত

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে- কুরআন]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

বিগত বছরসমূহে ছাত্র/ছাত্রীরা আমপারা এবং ১ম পারা পড়েছে। এ বছর নাযেরায়ে কুরআনের কোর্সে দ্বিতীয় পারা হতে একাদশ পারা পর্যন্ত মোট ১০ পারা দেওয়া হয়েছে এবং নূরানী কায়েদার সবকের অধীনে প্রদত্ত কায়েদাসমূহের মধ্য হতে কিছু তাজবীদের কায়েদাও দেওয়া হয়েছে, উক্ত কায়েদাগুলো ভালভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং কুরআন পড়ানোর সাথে সাথে সেগুলোর ভালভাবে বাস্তব অনুশীলন করাতে থাকুন।

রিপিটের দিনসমূহে নাযেরায়ে কুরআনের রিপিট হবে না, সুতরাং নাযেরায়ে কুরআনের সবক পড়াতে থাকুন।

কিতাবের শেষে তাজবীদের ক্বায়েদাসমূহের প্রশ্নাবলী তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নাযেরায়ে কুরআনের প্রশ্নাবলী দেওয়া হয় নাই,সেজন্য নাযেরায়ে কুরআনের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সরাসরি কুরআন থেকেই প্রশ্ন করুন।

পরিভাষা ও উৎসাহ মুলক কথা

নাযেরায়ে কুরআন ঃ কুরআন দেখে পড়াকে "নাযেরায়ে কুরআন " বলে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুরআন মাজীদ পড়, কেননা তা ক্বিয়ামতের দিন নিজ পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হবে।

[মুসলিম: ১৮৭৪ আবু উমামা رضي الله عنه]

কুরআনে কারীম পড়া এবং তার তিলাওয়াত করা অনেক বড় ইবাদত, আল্লাহ্ তাআলা কুরআন পাঠকারীদের উপর খুবই সন্তুষ্ট হন, তাদেরকে অপরিমিত সওয়াব ও প্রতিদান দান করেন এবং তাদেরকে নিজ প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন, সেজন্য কুরআনে কারীম খুবই স্পষ্ট করে তাজবীদের সাথে সুমধুর, কণ্ঠে পড় এবং প্রত্যেহ তার তিলাওয়াত কর।

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে- কুরআন]

সবক ঃ ১

নাযেরায়ে কুরআন **পারা নং ২**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন **নূন সাকিন এবং তানবীনের ইযহার**

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর হরফে হালকীর ৬হরফ: ء،ه،ع،ح، غ،خ-এর মধ্য হতে যদি কোন হরফ আসে, তবে নূন সাকিন এবং তানবীনকে স্পষ্ট করে গুন্না ছাড়া তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন: طَيْرًا اَبَابِيْلَ

১ ২ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২

নাযেরায়ে কুরআন **পারা নং ৩**

নূন সাকিন এবং তানবীনের ইখফা

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর ইখফার পনের হরফ: ت،ث،ج،د، ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ف،ق،ك এর মধ্য হতে কোন একটি হরফ আসলে নূন সাকিন এবং তানবীনের আওয়াজকে নাকের মধ্যে এক আলিফ পরিমাণ গোপন রেখে পড়তে হয়। যেমন: اَنْتَ مُنْذِرٌ

২ ৩ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৩

নাযেরায়ে কুরআন — **পারা নং ৪**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন — **নূন সাকিন এবং তানবীনের ইক্বলাব**

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর “বা” আসলে সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে “মীম” দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নার সাথে পড়তে হয়। এটাকে ইক্বলাব বলে। যেমন : مَنۡۢ بَخِلَ

৪ / ৫ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪

নাযেরায়ে কুরআন — **পারা নং ৫**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন — **নূন সাকিন এবং তানবীনের ইদ্গাম**

(১) নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর “ل” অথবা “ر” এর মধ্য হতে কোন একটি অক্ষর আসলে সে নূনে সাকিন অথবা তানবীনকে গুন্না ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন: مِنۡ رَّبِّكَ

(২) নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর “ی، و، م، ن” (یومن) এর মধ্য হতে কোন একটি অক্ষর আসলে সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে গুন্নার সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন: اَنۡ يُّؤۡتٰى

৫ / ৬ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৫

নাযেরায়ে কুরআন **পারা নং ৬**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন **মীম সাকিনের ইযহার**

মীম সাকিনের পর "بْ" এবং "مْ" ব্যতীত অন্য কোন হরফ আসলে ঐ মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে গুন্না ছাড়া তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।
যেমন : اَلَمْ تَرَ।

৬ ৭ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬

নাযেরায়ে কুরআন **পারা নং ৭**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন **মীম সাকিনের ইখফা**

মীম সাকিনের পর "بْ" আসলে সে মীম সাকিনকে গুন্নার সাথে ইখফা করে পড়তে হয়। যেমন: رَبَّهُمْ بِهِمْ

৮ ৯ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৭

নাযেরায়ে কুরআন **পারা নং ৮**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন **মীম সাকিনের ইদ্‌গাম**

মীম সাকিনের পর যদি "م" আসে, তখন প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীমের সাথে মিলিয়ে গুন্নার সাথে পড়তে হয়। যেমন: اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮

নাযেরায়ে কুরআন **পারা নং ৯**

কায়েদার বাস্তব অনুশীলন **অক্বফ করার নিয়ম**

(১) যবর, যের, পেশ, দুই যবর, দুই পেশ, খাড়া যের এবং উল্টা পেশের উপর থামতে হলে শেষ অক্ষরকে সাকিন করে নিঃশ্বাস ছাড়তে হয়। যেমন: خَلَقَ০ কে خَلَقْ০

Deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে- কুরআন]

(২) দুই যবরের উপর থামতে হলে দুই যবরকে আলিফে মাদ্দার দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। যেমন: اَعْمَالًا০ কে اَعْمَالَا০

(৩) গোল তা(ةٌ)এর উপর থামতে হলে গোল তাকে হায়ে সাকিনা দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। যেমন: اَلْاٰخِرَةِ০ কে اَلْاٰخِرَهْ০

(৪) খাড়া যবর এবং সাকিনকে আপন অবস্থায় পড়তে হয়।
যেমন : يَرْضٰى০

১০	দশম মাসে	৭	দিন পড়াবেন

সবক ঃ ৯

নাযেরায়ে কুরআন	পারা নং ১০,পারা নং ১১
কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	সমস্ত ক্বায়িদাহ সমূহের রিপিট

১০ দশম মাসে ১৩ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছরের কোর্সে বিগত বছরসমূহের সমস্ত সূরার রিপিটের সাথে সাথে সূরায়ে যুহা, সূরায়ে ইনশিরাহ, সূরায়ে ত্বীন এবং সূরায়ে ক্বদর দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদেরকে সমবেতভাবে তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াতে হবে, প্রতিটি সূরা মুখস্থ করানোর সময় প্রথমে কিছুদিন নিজে পড়াবেন, অত:পর ছাত্রদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহ মূলক কথা

হিফযে সূরাহ ঃ কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে "হিফযে সূরাহ" বলে।

হদীস ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেনঃ (ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন ধারণকারী (হাফিজ) কে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক ও জান্নাতের শিখরে উত্তীর্ণ হতে থাক , আর ধীরে ধীরে পড় যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। আজ তোমার স্থান সেখানে হবে যেখানে তোমার সর্বশেষ আয়াতের তেলাওয়াত শেষ হবে।

[আবু দাউদ:১৪৬৪,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنهما]

কুরআনে কারীম মুখস্থকারীদের জন্য এটা কত বড় সুসংবাদ যে, কুরআনে কারীমের কারণে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে,সেজন্য আমাদের উচিৎ যে,আমরা কুরআনে কারীম মুখস্থ করি এবং অধিকহারে তার তিলাওয়াত করি এবং তাজবীদ অনুসারে স্পষ্ট করে পড়ি যাতে ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে সেভাবে পড়ার সৌভাগ্য হয়।

Deeniyat

সবক ঃ ১ বিগত বছর সমূহের পূনঃপঠন

তায়াওউয	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
তাস্‌মিয়া	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾ وَقَالَ
الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى
لَهَا ؕ﴿۵﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ۬ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ﴿۶﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿۸﴾

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُورَةُ الْعٰدِيٰتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ ﴿٣﴾
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُوْدٌ ۚ ﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ؕ ﴿٨﴾
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ ﴿١٠﴾
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۙ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ ﴿٤﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ ﴿٥﴾
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيْنُهٗ ۙ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ ﴿٩﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ ۱ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ ۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۳ ثُمَّ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ ۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ؕ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۙ ۶
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِیْنِ ۙ ۷ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ یَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۸

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ ۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ ۲ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۨ ۙ ۱ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ۲ یَحْسَبُ
اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ ۳ كَلَّا لَیُنْۢبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ۖ ۴ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ
مَا الْحُطَمَةُ ؕ ۵ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ۶ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْـِٕدَةِ ؕ ۷
اِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ ۸ فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۹

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ﴿٥﴾

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ

هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ۜ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ۜ

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣ؑ

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ

مَآ اَعْبُدُ ۝٣ۚ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ۜ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦ؑ

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

اَفْوَاجًا ۝٢ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۜؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣ؑ

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

Deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۪ۙ ﴿٤﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ ﴿٥﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

১	২ মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

এ বছরের সবক সমূহ সবক ঃ ২ — سُوْرَةُ الضُّحٰى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۙ ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۗ ﴿٣﴾
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۗ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ
فَتَرْضٰى ۗ ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۖ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا
فَهَدٰى ۖ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۗ ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ

Deeniyat

فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ

رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

৩	৪ মাসে	৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩   سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا

فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

৫	৬ মাসে	৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪   سُوْرَةُ التِّيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ

Deeniyat

الْاَمِيْنِ ۙ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫﴿۴﴾
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ﴿۶﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
بِالدِّيْنِ ؕ﴿۷﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸﴾ ع

৭	৮	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ﴿۱﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؕ﴿۲﴾
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۵ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ؕ﴿۳﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ
وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿۴﴾ سَلٰمٌ هِيَ
حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾ ع

৯	১০	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দুআ, সুন্নতের অধ্যায়ে ঘরে প্রবেশ করার এবং ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ও সুন্নাত সমূহ এবং কাপড় পরিধান করার দু'আসমূহ দেওয়া হয়েছে ।

এ সকল দু'আ ও সুন্নতসমূহ সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং দু'আগুলোর অনুবাদ যদি সহজে মুখস্থ করানো যায় তো ভালো, নতুবা সেগুলো মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই ।

প্রতি মাসে রিপিটের সময় বিগত বছরসমূহের দুআ এবং সুন্নাতসমূহের রিপিটও করাতে থাকুন এবং সাথে সাথে চেষ্টা করুন যে, ছাত্র/ছাত্রীরা নিজ বাস্তবীক জীবনে এ সকল দু'আ ও সুন্নতসমূহের প্রতি গুরুত্বও দেয়, সেজন্য মাঝে মধ্যে প্রীতি ও আদরের সাথে আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন এবং তার নেগরানীও করতে থাকুন এবং তাদেরকে উদ্ধুদ্ধও করতে থাকুন যে, কে কে এ সকল দু'আ ও সুন্নত সমূহের উপর আমল করবে এবং নিজ ভাই, বোন ও পিতা-মাতাকে শিখাবে?

পরিভাষা, উৎসাহ মুলক কথা

দু'আ সুন্নত ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়াকে "দু'আ" এবং আমাদের নবী এর তরীকাকে সুন্নত বলে ।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালোবাসল আর যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে । [তিরমিযী: ২৬৭৮, আনাস বিন মালিক رضي الله عنه]

আল্লাহর নিকট ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য যা হুযুর ﷺ এর তরীকানুযায়ী হয়ে থাকে, সুতরাং হুযুর ﷺ এর তরীকাকে জানা এবং হুযুর ﷺ এর বর্ণিত দু'আ ও সুন্নতসমূহ শেখা ও তার উপর আমল করা উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির উপর অপরিহার্য ।

এ সকল দু'আ ও সুন্নতের উপর আমল করলে আখিরাতের সওয়াব ও সফলতা তো আছেই, সাথে সাথে দুনিয়াতেও সম্মান পাওয়া যায়, বিপদাপদ ও কঠিন অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সুখ-শান্তি ও মনের প্রফুল্লতা লাভ হয় ।

Deeniyat

৯

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

সবক ঃ ১ বিগত বছরসমূহের পূনঃপঠন

দু'আ, সুন্নত

খাবারের শুরুতে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ

[তিরমিযী: ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করছি ।

শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

[আবূদাউদ : ৩৭৬৭, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাচ্ছি ।

খাওয়ার শেষে এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন ।

দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

[মুসলিমঃ ৫৪৮৩, মেকদাদ رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খাওয়ালেন আপনি তাকে খাওয়ান এবং যিনি আমাকে পান করালেন,আপনি তাকে পান করান ।

Deeniyat

৮

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

খাওয়ার সুন্নতসমূহ

১	দস্তরখান বিছানো।	[বুখারী : ৫৪১৫, আনাস رضي الله عنه]
২	উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধোয়া।	[তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه]
৩	খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া।	[তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]
৪	সুন্নত তরীকা অনুযায়ী; এক হাঁটু তুলে কিংবা তাশাহহুদের আকৃতিতে বসা।	[ফাতহুলবারী: ৯/৫৪২]
৫	ডান হাত দিয়ে খাওয়া।	[বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]
৬	নিজের সামনে থেকে খাওয়া ।	[বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]
৭	তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া।(রুটির ক্ষেত্রে)	[মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক رضي الله عنه]
৮	যদি কোন লোকমা পড়ে যায়, তবে তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া।	[মুসলিম : ৫৪২১, জাবির رضي الله عنه]
৯	পাত্র ও আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া।	[মুসলিম : ৫৪২০, জাবির رضي الله عنه]
১০	হেলান দিয়ে না খাওয়া।	[তিরমিযী : ১৮৩০, আবূ যুহাইফা رضي الله عنه]
১১	খাবারে কোন দোষ ত্রুটি না ধরা।	[বুখারী : ৫৪০৯, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]
১২	অত্যাধিক গরম খাদ্য না খাওয়া।	[মুসতাদ্‌রাক : ৭১২৫, জাবির رضي الله عنه]
১৩	খাওয়ার পর দু'আ পড়া।	[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]
১৪	খাওয়ার পর হাত ধোয়া এবং কুলি করা।	[তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه, বুখারী ৫৪৫৪, সুআইদ رضي الله عنه]

পানি পান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا

Deeniyat

৮

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا [কানযুল উম্মাল:১৮২২৬,আবি জাফার رحمة الله عليه মুরসালান]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সুস্বাদু পানি পান করালেন এবং ঐ পানিকে আমাদের গুনাহের ফলে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি ।

পানি পান করার সুন্নতসমূহ

১	ডান হাত দ্বারা পান করা ।	[মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর رضي الله عنهما]
২	বসে পান করা ।	[তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস رضي الله عنه]
৩	দেখে পান করা ।	[আবূদাউদ:৩৮১৯,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما,বাযলুল মাযহুদ:১১/৪৫০,ম]
৪	"بِسْمِ اللهِ" পড়ে পান করা ।	[তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]
৫	তিন শ্বাসে পান করা ।	[মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস رضي الله عنه]
৬	পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়া ।	[তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

দুধপান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ [তিরমিযী : ৩৪৫৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থঃহে আল্লাহ!এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে আরো বেশী করে দান করো ।

ঘুমানোর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا [বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই ।

Deeniyat

ঘুমানোর সুন্নতসমূহ

১	ঈশার পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার চেষ্টা করা, দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা। [বুখারী ঃ ৫৯৯, আবু বারযাহ্ رضي الله عنه]
২	ঘুমানোর পূর্বে কাপড় পরিবর্তন করা। [সুবুলুলহুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/৩৫৯, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]
৩	উযু করে ঘূমানো। [বুখারী: ৬৩১১, বারা ইবনে
৪	তিনবার বিছানা ঝেড়ে শোয়া। [বুখারী : ৭৩৯৩, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]
৫	উভয় চোখে তিন তিনবার সুরমা লাগানো। [তিরমিযী: ২০৪৮, ইব্‌নে আব্বাস رضي الله عنه]
৬	তিনবার ইস্তিগফার أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ পড়া। [তিরমিযী:৩৩৯৭, আবু সাঈদ رضي الله عنه]
৭	তাস্‌বীহে ফাতেমী سُبْحَانَ اللهِ ৩৩বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللّٰهُ أَكْبَرُ ৩৪বার পড়া। [বুখারী: ৫৩৬১, আলী رضي الله عنه]
৮	সূরায়ে ইখলাছ, সূরায়ে ফালাক এবং সূরায়ে নাস পড়া। [বুখারী ঃ ৫০১৭, আয়েশা رضي الله عنها]
৯	ডান কাতে ক্বেবলামূখী হয়ে শুয়ে হাত ডান গালের নীচে রাখা। [বুখারী: ৬৩১৫, বারা رضي الله عنه, মুসনাদে আবি য়া'লা: ৪৭৭৪, আয়েশা رضي الله عنها]
১০	পেটের উপর উপুড় হয়ে না শোয়া। [তিরমিযী:২৭৬৮,আবু হুরাইরা رضي الله عنه]
১১	ঘুমানোর দুআ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا পড়া। [বুখারী: ৬৩১৪, হুযাইফা رضي الله عنه]

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং সবাইকে তাঁরই কাছে যেতে হবে।

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

ঘুম থেকে ওঠার সুন্নতসমূহ

① ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে উভয় হাত দ্বারা মুখ ও চোখ মলা।
[বুখারী : ১৮৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

② ঘুম থেকে ওঠার দুআ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ পড়া।
[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

③ মেসওয়াক করা। [বুখারী : ২৪৫, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

[মু'জামে আউসাত : ২৮০৩, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রবেশ করছি, হে আল্লাহ্! আমি অপবিত্র পুরুষ ও মহিলা জ্বিন সমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ।

বাথরুম থেকে বের হয়ে এই দু'আ পড়ব

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩০০, আয়েশা رضي الله عنها,৩০১, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে আমাকে নিস্কৃতি দান করেছেন।

বাথরুমের সুন্নতসমূহ

① মাথা ঢেকে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]

② জুতা, ছ্যান্ডেল পরে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]

Deeniyat

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

৩	দু'আ পড়ে ভেতরে যাওয়া।	[বুখারী : ৬৩২২, আনাস رضي الله عنه]
৪	বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।	[বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها ফাতহুল বারী ঃ ১৬/৪২৫]
৫	ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে না বসা।	[আবূদাউদ : ৮, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]
৬	কোন কথা না বলা।	[আবূ দাউদ ঃ ১৫, আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]
৭	দাড়িয়ে প্রশ্রাব না করা।	[ইবনে মাযাহ্ : ৩০৯, জাবির رضي الله عنه]
৮	বাম হাত দিয়ে টিসু ব্যবহার করা বা পরিস্কার করা।	[বুখারী : ১৫৪, আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه]
৯	মাথরুম থেকে পরিচ্ছন্নতার পর মাটি কিংবা সাবান ইত্যাদি দিয়ে হাত ধৌত করা।	[আবূ দাউদ : ৪৫, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]
১০	ডান পা দিয়ে বাহির হওয়া	[বুখারী : ৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها]
১১	বাইরে আসার পর দু'আ পড়া।	[ইবনে মাজাহ্ : ৩০০,আয়েশা رضي الله عنها ,৩০১,আনাস رضي الله عنه]

উযূর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللهِ

[নাসাঈ:৭৮,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।

উযূর মাঝে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

[সুনানে কুবরা নাসাঈ: ৯৯০৮, আবু মুসা رضي الله عنه]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমার বাড়ী প্রশস্ত করে দাও, আমার রুজিতে বরকত দিয়ে দাও।

Deeniyat

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

উযূর শেষে এই দু'আ পড়ব

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

[তিরমিযী: ৫৫, উমর رضي الله عنه]

অর্থ : আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে (হযরত) মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও।

মসজিদে প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ [মুসলিম ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য নিজ রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

মসজিদে প্রবেশের সুন্নতসমূহ

১. প্রথমে বাম পা থেকে জুতা খোলা অত:পর ডান পা থেকে।[বুখারী:৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]
২. ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]
৩. بِسْمِ اللّٰهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ ৭৭১,ফাতেমা رضي الله عنها]
৪. দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়া। [তিরমিযীঃ৩১৪,ফাতেমা رضي الله عنها]
৫. মসজিদে প্রবেশের দুআ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়া। [মুসলিম: ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]
৬. ই'তিকাফের নিয়ত করা। [আল আযকার :১/৫৫]

Deeniyat

মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার পর এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ [মুসলিম:১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার সুন্নতসমূহ

১ বাম পা দিয়ে বাহির হওয়া। [বুখারীঃ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]

২ بِسْمِ اللهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ৭৭১,ফাতেমা رضي الله عنها]

৩ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ পড়া। [তিরমিযীঃ ৩১৪,ফাতেমা رضي الله عنها]

৪ মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার দু'আ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ পড়া। [মুসলিমঃ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

৫ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা তার পর বাম পায়ে। [বুখারীঃ ৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

যখন সকাল হয় তখন এই দু'আ পড়ব

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

[আবু দাউদঃ ৫০৮৪, আবু মালিক رضي الله عنه]

অর্থঃ আমরা ও পূরো পৃথিবী আল্লাহর জন্য সকাল করেছি যিনি উভয় জগতের প্রভূ।

যখন সন্ধা হয় তখন এই দু'আ পড়ব

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

[আবু দাউদঃ ৫০৮৪, আবু মালিক رضي الله عنه]

অর্থঃ আমরা ও পুরো পৃথিবী আল্লাহর জন্য সন্ধা করেছি যিনি উভয় জগতের প্রভূ।

Deeniyat

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম বলবোঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আপনার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক ।

কোন মুসলমান সালাম করলে উত্তরে বলবোঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[মুসনাদে আহমাদ:১২৬১২,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আপনার উপরও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক ।

প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার পূর্বে বলবোঃ

[আলআযকার : ১/১৫৬,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান ।

কোন নি'য়ামত পেলে বলবোঃ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৮০৫, আনাস رضي الله عنه] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য ।

কেউ কোন কিছু দিলে অথবা ভাল আচার আচরণ করলে বলবোঃ

[তিরমিযী : ২০৩৫, উসামাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنهما] جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন ।

Deeniyat

২-হাদীস
[দু'আ, সুন্নত]

উপরে উঠার সময় বলবো ঃ

[বুখারী: ২৯৯৩, জাবির رضي الله عنه]

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সব চেয়ে বড় ।

নীচে নামার সময় বলবো ঃ

[বুখারী : ২৯৯৩, জাবির رضي الله عنه]

سُبْحَانَ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহর সত্তা পবিত্র ।

হাঁচি আসলে বলবো ঃ

[বুখারী : ৬২২৪, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

হাঁচি দাতার উত্তরে বলবো ঃ

[বুখারী : ৬২২৪, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন ।

হাঁচি দাতার পূণরায় উত্তরে বলবো ঃ

[বুখারী : ৬২২৪, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়েত দিন এবং তোমার অবস্থাকে সঠিক করে দিন ।

কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলবো ঃ

[সূরায়ে কাহাফ্ : ২৪]

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

অর্থ : যদি আল্লাহ চান ।

Deeniyat

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

দু'আ, সুন্নত

কোন জিনিস ভাল লাগলে এই দু'আ পড়ব ঃ

[সূরা কাহাফ:৩৯]

مَاشَآءَاللهُ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যা চান ।

কোন কথায় আশ্চর্যবোধ হলে এই দু'আ পড়ব ঃ

[বুখারী: ৬২১৮, উম্মে সালমা رضي الله عنها]

اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ্ পাক ও পবিত্র ।

কোন কষ্ট পেলে অথবা কোন দ্রব্য হারিয়ে গেলে বলবো ঃ

পড়ব ঃ

[সূরা বাকারাহ:১৫৬]

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ।

যখন রাগ হয় তখন পড়ব ঃ

[তিরমিযী : ৩৪৫২, মুআয رضي الله عنه]

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থঃ আমি বিতাড়িত শয়তানের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য চাচ্ছি ।

১ ২ মাসে ৪০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

এ বছরের সবক সমূহ,সবক ঃ ২-ঘরে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ

الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ

خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

[আবূ দাউদ: ৫০৯৬, আবু মালিক আশআরী رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভেতরে প্রবেশ করার এবং বাইরে বের হবার মঙ্গল কামনা করছি, আমরা আল্লাহর নামেই ভেতরে প্রবেশ করি এবং তার নাম নিয়ে বাহির হই এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই ভরসা করি।

৩ তৃতীয় মাসে ১৫ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ৩ ঘরে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ

১ দু'আ পড়ে ঘরে প্রবেশ করা।
[আবূ দাউদ:৫০৯৬,আবূ মালিক আশ'আরী رضي الله عنه]

২ ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অথবা গলায় আওয়াজ দিয়ে বা দরজা নাড়িয়ে সংকেত দেওয়া।
[তিরমিযী : ২৭১০,কালদা رضي الله عنه,মুসনাদে আহমাদ:৩৬১৫,যায়নাব رضي الله عنها]

৩ প্রথমে ডান পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা। [বুখারী:৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها]

Deeniyat

২-হাদীস

[দু'আ, সুন্নত]

④ ঘরের লোকদেরকে সালাম করা ।

[আবূ দাউদ:৫০৯৬,আবূ মালিক আশ'আরী رضي الله عنه]

৩ ৪ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

[তিরমিযী:৩৪২৬,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র নামে বাহির হচ্ছি, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি । গুণাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং সৎকাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই হয় ।

৪ চর্তুথ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক : ৫ ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নতসমূহ

① ঘরের লোকদেরকে সালাম করে বাহির হওয়া ।

[শুয়াবুল ঈমান:৮৮৪৫,ক্বাতাদাহ্ رحمه الله]

② বাম পা দিয়ে বাহির হওয়া । [বুখারী:৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]

③ ঘর থেকে বাহির হওয়ার সময় দু'আ পড়া । [তিরমিযী:৩৪২৬,আনাস رضي الله عنه]

৪ চতুর্থ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৬ কাপড় পরিধান করার সময় এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا

الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ

مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ [আবূদাউদ:৪০২৩,মুয়ায বিন আনাস رضي الله عنه]

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া আমাকে এটা দান করেছেন।

৫	পঞ্চম মাসে	১০	দিন পড়াবেন

সবক ঃ ৭ নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ

عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ [তিরমিযী:৩৫৬০,উমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে এমন কাপড় পরিয়েছেন যার দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করি এবং যার মাধ্যমে আমি আমার নিজের জীবনে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করি

৫ পঞ্চম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

দু'আ, সুন্নাত

Deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

চতুর্থ বছরের কোর্সে দ্বীনের পঞ্চ-অধ্যায়ের অধীনে দশটি হাদীস দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে বিগত বছরসমূহের হাদীসের রিপিটও দেওয়া হয়েছে।

এই হাদীসগুলো সমবেতভাবে শিরোনামের সাথে অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন। যেমন: হাদীস নং ২১: ঈমান সম্পর্কিত

إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ অনুবাদঃ যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা কর তখন আল্লাহ্ তায়ালার কাঁছেই প্রার্থনা কর। আর এ সকল হাদীসের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে থাকুন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে হাদীস ঃ হুযুর ﷺ এর বর্ণিত কথা-বার্তা এবং তাঁর কৃত কাজ সমূহকে "হাদীস" বলে। আর হাদীস মুখস্থ করাকে হিফযে হাদীস বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপকারার্থে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।

[কানযুল উম্মাল:২৯১৮৬, আবু মাসউদ رضي الله عنه]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর কথাসমূহ পড়া, মুখস্থ করা এবং সেগুলোকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তাআলা তাতে অতি সন্তুষ্ট হন এবং দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দেন। সুতরাং হাদীস সমূহকে মুখস্থ করা উচিৎ, কেননা তার দ্বারা জীবনে নূর সৃষ্টি হয়।

Deeniyat

বিগত বছরসমূহের পূণঃপঠন

হাদীস নম্বর ১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

[শুআবুল ঈমান : ৩৮৮১, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه] অর্থ ঃ দ্বীন খুব সহজ ও সরল ।

হাদীস নম্বর ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ নামায বেহেস্তের চাবি ।

হাদীস নম্বর ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরারাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ যে ধোকা দেয়, সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয় ।

হাদীস নম্বর ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ কথাবার্তা বলার পূর্বে সালাম কর ।

হাদীস নম্বর ৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৮০৫, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ তোমাদের উপর সত্য কথা বলা অপরিহার্য্য ।

Deeniyat

হাদীস নম্বর ৬ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[বুখারী : ১, উমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আমলের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল ।

হাদীস নম্বর ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

[মুসলিম : ৫৫৬, আবু মালিক আশআরি رضي الله عنه]

অর্থ ঃ পবিত্রতা ঈমাণের অর্ধেক ।

হাদীস নম্বর ৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

[ইবনে মাযাহ্ : ৩৯৩৭, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه]

অর্থঃ যে ব্যক্তি অন্য কারোর জিনিস ছিনিয়ে নেয় সে আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।

হাদীস নম্বর ৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[কানযুল উম্মাল: ৪৫৪৩৯, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে ।

হাদীস নম্বর ১০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

[কানযুল উম্মাল : ৭৭১১, জনৈক সাহাবী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাগ থেকে দূরে থাক ।

Deeniyat

হাদীস নম্বর ১১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ

[তিরমিযী:২৫১৬, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ যখন তুমি কোন কিছু কামনা কর,তখন আল্লাহ্‌র কাছেই কামনা কর ।

হাদীস নম্বর ১২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا

[দ্বারা কুতনী:১/২৪৭, উম্মে ফারওহ্ رضي الله عنها]

অর্থঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল হল প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া ।

হাদীস নম্বর ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوْبٰى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ

[মু'জামে কাবীর:৪৬১৬,রাকবুল মিসরী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার উপার্জন হালাল হয় ।

হাদীস নম্বর ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهِ

[শুয়াবুল ঈমান:৮৮৪৫, ক্বাতাদাহ্ رحمة الله عليه মুরসালান]

অর্থ ঃ ঘরে প্রবেশ কালীন ঘরের বাসিন্দাদেরকে সালাম কর ।

হাদীস নম্বর ১৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

[মুসলিম:৩০৩,হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ১৬ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ

[নাসাঈ:১৩১১, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সবচেয়ে ভালকথা হল আল্লাহ্‌র কথা ।

হাদীস নম্বর ১৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

[মুসনাদে আবি য়া-লা:১৮১২,জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ দু'আ মুমিনের হাতিয়ার ।

হাদীস নম্বর ১৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا

[মুসলিম:২২৬,আবূ যার رضي الله عنه]

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি অপরের কোন জিনিসকে নিজের বলে দাবি করে সে আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।

হাদীস নম্বর ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ

[তিরমিযী:১৮৯৯, আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত ।

হাদীস নম্বর ২০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُّحِبُّ الرِّفْقَ

[বুখারী: ৬৯২৭, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা নম্র এবং নম্রতাকে পছন্দ করেন ।

৬	ষষ্ঠ মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

এই বছরের সবক সমূহ   সবক:২

হাদীস নম্বর ২১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

[তিরমিযী ২৫১৬, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থ: যখন তোমরা সাহায্য চাও তখন আল্লাহ তাআলার কাছেই চাও।

৭ সপ্তম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক:৩   হাদীস নম্বর ২২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

[বুখারী:৫০২৭, উসমান رضي الله عنه]

অর্থ:তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।

৭ সপ্তম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক:৪   হাদীস নম্বর ২৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

[তিরমিযী:১২০৯,আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থ:সত্যবাদী এবং আমানাতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিবসে) নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

৭ ৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক:৫ হাদীস নম্বর ২৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا

[আবূদাউদ:৪০৮৪,জাবির বিন সালিম رضي الله عنه]

অর্থঃ কখনো কাউকে গালি দিও না।

৮	অষ্টম মাসে	৬	দিন পড়াবেন

সবক: ৬ হাদীস নম্বর ২৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ

[তিরমিযী:১৯৬১,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ : দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটতম, জান্নাতের ও নিকটতম।

৮ অষ্টম মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক: ৭ হাদীস নম্বর ২৬ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

[তিরমিযী:১৯৮৭,আবূ যার رضي الله عنه]

অর্থ: তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর।

৯	নবম মাসে	৮	দিন পড়াবেন

সবক: ৮ হাদীস নম্বর ২৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

[তিরমিযী:৩৩৭১,আনাস رضي الله عنه] অর্থ: দুয়া ঈবাদাতের সারাংশ।

৯	নবম মাসে	৬	দিন পড়াবেন

হিফযে হাদীস

Deeniyat

হাদীস নম্বর ২৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ

[মুসলিম:৪২১০,আবূ ক্বাতাদাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ: তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম খাওয়া হতে বিরত থাক।

৯	১০ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক: ১০ হাদীস নম্বর ২৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ

[তিরমিযী:১৯৫৫,আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থ:যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করল না,সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করল না

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক: ১১ হাদীস নম্বর ৩০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

[মুসনাদে আহমাদ:৮৮৬৯,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ: ভাল কথা সদকার সমতূল্য।

১০ দশম মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

চতুর্থ বছরের কোর্সে বিগত বছরসমূহের রিপিটের সাথে সাথে "আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতা এবং ঐশীগ্রন্থাবলী" সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম সমস্ত কালিমাসমূহের রিপিট ভালভাবে করিয়ে দিন অত:পর এ বছরের সবকের অধীনে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরসমূহ সম্মিলিত ভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং সাথে সাথে এ কথাটিও ভালভাবে বুঝিয়ে দিন যে,এ সমস্ত কথাসমূহের উপর ঈমান আনা এবং হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আকাইদ ঃ মানুষ যে সকল কথার উপর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সেগুলোকে আকাইদ বলে।

কুরআন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝ [সূরায়ে নিসা: ১২২]

অর্থ ঃ আর যে সমস্ত লোকেরা ঈমান এনেছে ও সৎ আমল করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, তারা চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে , এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি,আর আল্লাহর তুলনায় কে অধিক সত্যবাদী হতে পারে? ।

হাদীস ঃ হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ স্বীকার করে নিল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুজামে কাবীর: ৬২২৩,সালামা বিন নুয়াইম رضي الله عنه]

আমাদের নবী ﷺ আক্বীদা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার উপর ঈমান আনা জরুরী, আক্বীদা একটি মৌলিক জিনিস, যার আক্বীদা সঠিক হবে সেই মুসলমান রুপে আখ্যায়িত হবে, তার নেক আমল আল্লাহর নিকট গৃহিত হবে আর এরুপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেজন্য নিজ আক্বীদা ঠিক করে নেওয়া, অন্তর দিয়ে ঐ সকল কথার উপর ঈমান আনা ও মুখে তা স্বীকার করে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

Deeniyat

৮

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ১ বিগত বছরসমূহের পূন:পঠন

কালিমায়ে তাইয়েবা: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[মু'জামে সাগীর : ৯৯২, উমর رضي الله عنه]

অর্থঃআল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, (হযরত) মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল ।

কালিমায়ে শাহাদাত: أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[মুসতাদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা ও রাসূল ।

কালিমায়ে তামজীদ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

[আবূদাউদ:৮৩২,আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সকল দোষত্রুটি হতে পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, গুনাহ্ হতে বাঁচার ক্ষমতা এবং সৎ কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে, যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ।

কালিমায়ে তাওহীদ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[আবদাউদ : ৮৩২, আব্দুল্লাহ্ আবি উবী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, তার জন্যই রাজত্ব ও তার জন্যই সকল প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, সকল কল্যাণ তারই আয়ত্ত্বে এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিশালী ।

আকাইদ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

আকাইদ

কালিমায়ে ইস্তিগফার: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا

وَّأَنَا أَعْلَمُهٗ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ أَعْلَمُ

[মজ্‌মাউঝ ঝাওয়াইদঃ ৭৬৭০, আবূ বকর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি জেনে শুনে কাউকে তোমার সঙ্গে শরীক করা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমার অজ্ঞাতসারের গোনাহ্ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

ঈমানে মুজমাল: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ

جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

অর্থঃ আমি আল্লাহর উপর তদ্রূপ ঈমান এনেছি যেমন তিনি নিজ নাম ও গুণাবলিসহ রয়েছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে নিয়েছি।

ঈমানে মুফাসসাল: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেস্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ, ক্বিয়ামতের দিন, এবং ভালমন্দ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এই বিষয়ের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান এনেছি।

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

এ বছরের সবকসমূহ সবক ২ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ১

প্রশ্নঃ আমাদের প্রভূ কে?

উত্তরঃ আমাদের প্রভূ আল্লাহ্ । [সূরায়ে হা-মীম সাজদাহ্: ৩০]

প্রশ্নঃ আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আমাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন [সূরায়ে ত্বীন: ৪]

প্রশ্নঃ পূরো পৃথিবীর মানুষকে কি এক আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ, পূরো পৃথিবীর মানুষকে এক আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন । [সূরায়ে সাজদাহ ঃ ৪]

প্রশ্নঃ এ পৃথিবী কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে?

উত্তরঃ না, এই পৃথিবীকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন । [সূরায়ে সাজদাহ ঃ ৪]

২ দ্বিতীয় মাসে ৬ দিন পড়াবেন

আকাইদ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

২

প্রশ্নঃ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, উঁচু উঁচু পাহাড় এবং বড় বড় নদ-নদী কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, উঁচু উঁচু পাহাড় এবং বড় বড় নদ-নদী আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।

[সূরায়ে আনকাবুত ঃ ৬১, সূরায়ে ক্বাফ ঃ ৩৮]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকেকি কেউ সৃষ্টি করেছে?

উত্তর ঃ না, আল্লাহ্ তা'আলাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। [সূরায়ে ইখলাছ: ৩]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কখন থেকে আছেন ও কতদিন থাকবেন?
উত্তর ঃ আল্লাহ্ তাআলা চিরদিন আছেন ও চিরদিন থাকবেন।

[সূরায়ে রহমান: ২৭]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কি পিতা-মাতা আছে?

উত্তর ঃ না, আল্লাহ্ তা'আলার পিতা-মাতা নেই। [সূরায়ে ইখলাছ: ৩]

২ দ্বিতীয় মাসে ৬ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

৮

[আকাইদ]

৩

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলার কি স্ত্রী-পুত্র আছে?

উত্তরঃ না, আল্লাহ্ তা'আলার স্ত্রী-পুত্র নেই।

[সূরায়ে আনয়ামঃ১০১]

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলার কি কারোর সাথে আত্মীয়তা আছে?

উত্তরঃ না, তিনি সকল আত্মীয়তা হতে পবিত্র। [সূরায়ে ইখলাছঃ ৩]

প্রশ্নঃ সৃষ্টিজীবের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলার কি আকার-আকৃতি আছে?

উত্তর ঃ না, সৃষ্টিজীবের ন্যায় আকার-আকৃতি হতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। [সূরায়ে শূরাঃ ১১]

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি আহার-নিদ্রা করে থাকেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলার আহার-নিদ্রার প্রয়োজন নেই।

[সূরায়ে আনয়াম ঃ ১৪, সূরায়ে বাক্বারা ঃ ২৫৫]

২ দ্বিতীয় মাসে ৮ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

④

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলার কি কোন অংশীদার আছে?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলার কোন অংশীদার নেই। [সূরায়ে আনয়ামঃ১৬৩]

প্রশ্ন ঃ আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে এবং পূরো পৃথিবীকে কে রিজিক দান করে?

উত্তর ঃ আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে এবং পূরো পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলা রিজিক দান করেন। [সূরায়ে যারিয়াত ঃ ৫৮]

প্রশ্ন ঃ জীবন-মৃত্যু, সম্মান এবং অপদস্তিতা কে দেন?

উত্তর ঃ জীবন-মৃত্যু, সম্মান এবং অপদস্তিতা আল্লাহ্ তা'আলা দেন। [সূরায়ে আলে ঈমরান ঃ ২৬, সূরায়ে মূলক ঃ ২]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি প্রতিটি জিনিস দেখেন ও প্রতিটি কথা শোনেন?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জিনিস দেখেন ও প্রতিটি কথা শোনেন। [সূরায়ে ইসরা ঃ ১]

প্রশ্ন ঃ আমাদেরকে কার ইবাদত করা উচিৎ?

উত্তর ঃ আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা উচিৎ। [সূরায়ে হুদঃ২৬]

৩ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আকাইদ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ৩ ফিরিশতা ①

প্রশ্নঃ ফিরিশতারা কারা?

উত্তরঃ ফিরিশতারা আল্লাহ্ তা'আলার নূরের তৈরী যাদেরকে "মালাইকা" ও বলা হয়। [মুসলিম: ৭৬৮৭, আয়েশা رضي الله عنها]

প্রশ্নঃ ফিরিশতারা কি খাওয়া-দাওয়ার মুখাপেক্ষি?

উত্তরঃ না,ফিরিশতারা খাওয়া দাওয়ার মুখাপেক্ষি নয়।

[ফাতহুল বারী ঃ ৯/৪৯২]

প্রশ্নঃ ফিরিশতারা কি আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়?

উত্তরঃ না, ফিরিশতারা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয় না।

[সূরায়ে তাহ্রীম ঃ ৬ তাফ্সীরে কুরতুবী]

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে কি শক্তি দিয়েছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে কঠিন কাজ করার শক্তি দিয়েছেন। [সূরায়ে ফাতির ঃ ১]

প্রশ্নঃ ফিরিশতাদের সংখ্যা মোট কত?

উত্তরঃ ফিরিশ্তারা অগনিত, তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। [সূরায়ে মুদ্দাসিসরঃ৩১]

৩ তৃতীয় মাসে ৬ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

②

প্রশ্ন ঃ চারজন প্রশিদ্ধ ফিরিশতারা কারা?

উত্তর ঃ হযরত জিবরাইল عليه السلام , হযরত মিকাইল عليه السلام, হযরত ইস্রাফিল عليه السلام এবং হযরত আযরাইল عليه السلام। [উমদতুল কারী ২২/৪৫৮]

প্রশ্নঃ হযরত জিবরাইল عليه السلام এর কাজ কি?

উত্তরঃ হযরত জিবরাইল عليه السلام আল্লাহর কিতাব ও বার্তাসমূহ রসূলগনের নিকট পৌঁছাতেন। [শারহুল আরবাঈন লি আতিয়াহ্ : ৬/৩]

প্রশ্নঃ হযরত মিকাইল عليه السلام এর কাজ কি?

উত্তরঃ হযরত মিকাইল عليه السلام এর দায়ীত্বে বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং সৃষ্টিজীবের কাছে রিজিক পৌঁছানোর কাজ।

[শুয়াবুল ঈমান:১৫৮, ইবনে সাবিত رحمة الله عليه]

প্রশ্নঃ হযরত ইসরাফিল عليه السلام এর কাজ কি?

উত্তরঃ হযরত ইসরাফিল عليه السلام ক্বিয়ামতের দিন সিঙ্গায় ফু দিবেন।

[শুয়াবুল ঈমান ঃ ৩৫৩,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

৩ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

৩

প্রশ্নঃ হযরত আজরাইল عليه السلام এর কাজ কি?

উত্তরঃ হযরত আজরাইল عليه السلام এর কাজ সৃষ্টিজীবের রুহ্ কবজ করা, যাকে "মালাকুল মউত"ও বলে।

[মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবাঃ ৩৪৯৬৯,ইবনে সাবিত رحمة الله عليه]

প্রশ্নঃ আমল লেখে এমন ফিরিশ্তাদেরকে কি বলে?

উত্তরঃ আমল লেখে এমন ফিরিশ্তাদেরকে 'কিরামান কাতিবীন' বলে।

[সূরায়ে ইনফিতার: ১১]

প্রশ্নঃ মানুষকে বিপদাপদ হতে উদ্ধারকারী ফিরিশ্তাদেরকে কি বলে?

উত্তরঃ মানুষকে বিপদাপদ হতে উদ্ধারকারী ফিরিশ্তাদেরকে "হাফাযাহ্" বলে।

[সূরায়ে আনয়াম: ৬১]

প্রশ্নঃ কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশতাদেরকে কি বলে?

উত্তরঃ কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশতাদেরকে "মুনকার নাকীর" বলে।

[তিরমিযী: ১০৭১, আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

৪ চতুর্থ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ৪ আসমানী কিতাবসমূহ

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবসমূহ কেন অবতীর্ণ করেছেন?
উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবসমূহ মানুষের হিদায়েতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। [সূরায়ে আলে ঈমরান: ৩, ৪]

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কয়টি?
উত্তরঃ ছোট,বড় অনেক কিতাব রয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩৬১, আবু যার رضي الله عنه]

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'আলার ছোট ও বড় কিতাবসমূহকে কি বলে?
উত্তরঃ ছোট কিতাবসমূহকে "সহীফা" এবং বড় কিতাবসমূহকে "কিতাব" বলে। [রুহুল মাআনী: ৩০/১১১]

প্রশ্নঃ চারটি প্রশিদ্ধ আসমানী কিতাবের নাম কি?
উত্তরঃ চারটি প্রশিদ্ধ আসমানী কিতাবের নাম তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং কুরআন মাজীদ। [সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩৬১, আবু যার رضي الله عنه]

প্রশ্নঃ তাওরাত কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল?
উত্তরঃ তাওরাত হযরত মূসা عليه السلام এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। [মুসলিম: ৪৫৩৬, বারা বিন আযিব رضي الله عنه]

৪	৫ মাসে	১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

২

প্রশ্নঃ যবুর কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল?
উত্তরঃ যবুর হযরত দাউদ عليه السلام এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ।
[সূরায়ে নিসা: ১৬৩]

প্রশ্ন ঃ ইঞ্জিল কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল?
উত্তর ঃ ইঞ্জিল হযরত ঈসা عليه السلام এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ।
[সূরায়ে হাদীদ: ২৭]

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদ কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল?
উত্তরঃ কুরআন মাজীদ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ।
[সূরায়ে দাহার: ২৩]

প্রশ্নঃ সহীফা কোন কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল?

উত্তরঃ সহীফা হযরত শীস عليه السلام, হযরত ইদ্রিস عليه السلام, হযরত ইব্রাহীম عليه السلام এবং অন্যান্য নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ।
[সহীহ্ ইব্‌নে হিব্বান : ৩৬১,আবু যার رضي الله عنه]

প্রশ্নঃ সর্বশেষে কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল?
উত্তরঃ সর্বশেষে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল ।
[তাফ্‌সীরে বাহরুল উলুম: ১/৫৮৬]

৫ পঞ্চম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

৩

প্রশ্ন ঃ কুরআন মাজীদে কি কোন পরিবর্তণ আসতে পারে?
উত্তরঃ না, কুরআন মাজীদে কোন পরিবর্তণ আসতে পারে না ।
[সূরায়ে অনআম: ১১৫]

প্রশ্ন ঃ কুরআন মাজীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়ীত্ব কে নিয়েছেন?
উত্তরঃ কুরআন মাজীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়ীত্ব আল্লাহ্ তাআলা নিয়েছেন ।
[সূরায়ে হাজর: ৯]

প্রশ্নঃ আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কিতাব কোনটি?
উত্তর ঃ আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কিতাব কুরআন মাজীদ ।
[তাফসীরে সা'দী ঃ ১/২৩৪]

প্রশ্নঃ এখন হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন কিতাবের উপর আমল করা জরুরি?
উত্তরঃ এখন হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র কুরআন মাজীদের উপর আমল করা জরুরি ।
[মুসলিম:৬৩৭৮,যায়েদ বিন আরকাম رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং সহীফাসমূহের ব্যাপারে কি ঈমান রাখা উচিৎ?
উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং সহীফাসমূহের ব্যাপারে এই ঈমান রাখা উচিৎ যে,সমস্ত কিতাব এবং সহীফাসমূহআল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ্য হতে অবতীর্ণ হয়েছে ।
[সূরায়ে বকারা: ৪,সূরায়ে নিসা:১৩৬]

৫ পঞ্চম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আক্বাইদ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সম্মানিত শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিগত বছর সমূহের রিপিটের সাথে সাথে এ বছরের কিতাবে "জামাতের সাথে নামায" এবং "জুমআর নামায" এর পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে, এই উভয় বিষয়ের মধ্যে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হুবহু মুখস্থ করানোর দরকার নেই, বরং "নামাযের কালিমাসমূহ, সানা, তাশাহ্হুদ, দুরুদ শরীফ, দুআয়ে মাসূরা এবং নামাযের পরের দুআ" উচ্চস্বরে পড়ানোর মাধ্যমে ছাত্রদের দ্বারা পালাক্রমে "জামাতের সাথে নামায" এবং "জুমআর নামায" পড়ানোর অনুশীলন করিয়ে দিন, যাতে এখন থেকেই তাদের ইমামতির পদ্ধতি জানা হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে তারা ভালোভাবে ইমামতি করতে পারে, এছাড়া জামাআতের সাথে নামায এবং জুমআর নামাযের ফযীলত ও নামায পরিত্যাগ করার শাস্তি সহজভাবে বর্ণনা করে তার গুরুত্বও ছাত্রদের হৃদয়ে বসিয়ে দিন।

নামায

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

নামায ঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজের বন্দেগী প্রকাশ করাকে "নামায" বলে।

হাদীস ঃ হুযুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইখলাসের সাথে এভাবে নামায পড়বে যে, তার তাকবীরে উলা ছুটবে না।
সে দুটি সনদ প্রাপ্ত হবে, একটি নিফাক (কপটতা) হতে পবিত্র হওয়ার এবং দ্বিতীয়টি জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার। [তিরমিযী : ২৪১, আনাস বিন মালিক رضي الله عنه]

হাদীস ঃ হুযুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং যতদূর সম্ভব পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব দান করে, তার ঘরে তৈল ও সু-ঘ্রানের ব্যবস্থা থাকলে তা ব্যবহার করে, অতঃপর সে বাড়ির থেকে নামাযের জন্য বের হয় এবং মসজিদে পৌঁছে প্রথম থেকে বসে থাকা দু'ব্যক্তিকে সরিয়ে তাদের মাঝে না বসে,অতঃপর(সুন্নাত এবং নফল নামাযসমূহের মধ্য হতে)যতটুকু তাওফীক হয় নামায পড়ে, অতঃপর যখন ইমাম খুতবা দেয়, তখন নীরবতা ও মনোযোগ সহকারে তা শ্রবন করে, এরূপ ব্যক্তির এক জুমআ হতে অপর জুমআ পর্যন্ত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

[বুখারী: ৮৮৩, সালমান ফারসী رضي الله عنه]

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সবক ঃ ১ বিগত বছরসমূহের পূণঃপঠন

নামাযের তাস্‌বীহাত

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ঃ (নামায শুরু করার সময় বলবে)

[তিরমিযী : ২৩৮, আবু সায়ীদ رضي الله عنه] اَللّٰهُ أَكْبَرُ

রুকুর তাস্‌বীহ ঃ

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه] سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

তাস্‌মী ঃ (রুকু থেকে ওঠার সময় বলবে)

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه] سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

তাহ্‌মীদ ঃ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলবে)

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه] رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

সাজ্‌দার তাস্‌বীহ ঃ

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه] سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সালাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ [তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সানা ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ [তিরমিযী : ২৪২, আবূ সাঈদ رضي الله عنه]

তাশাহ্হুদ্ ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ

إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ [বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

দুরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

Deeniyat

وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [বুখারী: ৩৩৭০,কায়াব্ বিন উযরাহ্ رضي الله عنه]

দু'আয়ে মাসূরাহ্ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[বুখারী : ৮৩৪, আবু বাক্‌র رضي الله عنه]

নামাযের পরের দু'আঃ

প্রতি ফরয নামাযের পর তিন বার "أَسْتَغْفِرُ اللهَ" বলবে।

[মুসলিম : ১৩৬২, সাওবান رضي الله عنه]

অতঃপর এই দু'আ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[মুসলিম : ১৩৬৩, আয়েশা رضي الله عنها]

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[আবূদাউদ: ১৫২২,মুআয বিন জাবাল رضي الله عنه]

Deeniyat

বিতিরের নামায

বিতিরের নামায ওয়াজিব, যদি ছুটে যায় তবে তার ক্বাযা করা জরুরি, বিতিরের নামায ঈশার ফরয নামাযের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করা যেতে পারে ।

বিতিরের নামায পড়ার নিয়ম এই যে, ঈশার সুন্নতের হতে ফরিগ হওয়ার পর তিন রাকাত বিতিরের নিয়াত বাঁধবে, প্রথম দুই রাকাত অন্যান্য নামাযের ন্যায় আদায় করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠকে তাশহহুদ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার পর "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বেঁধে নিবে এবং দু'আয়ে কুনুত পড়বে,অতঃপর রুকু করে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে ।

মাসআলা ঃ রমজান মাসে তারাবীর নামায জামাতের সাথে পড়া হয়, সুতরাং ইমামের সাথে মুক্তাদিও দু'আয়ে কুনুত পড়বে । [শামী:৩/১১৪, আউকাতে সালাত, ৫/১১২-১২৪, বাবুল বিতির]

দু'আয়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ

يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى

وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

[মুসান্নিফে ইব্নে আবী শাইবা:৭০২৭,৭০৩১,উমর رضي الله عنه,মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক:৪৯৭৮,আলী رضي الله عنه]

নোটঃ দু'আয়ে কুনুতের পরিবর্তে যে কোন দু'আ পড়া যেতে পারে । অবশ্য হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পড়া উত্তম । আর তা বিভিন্ন শব্দের সাথে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে ।

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

এ বছরের সবকসমূহ সবক ঃ২ আযান

নামাযের পূর্বে এক ব্যক্তি উচ্চঃস্বরে কিছু নির্দিষ্ট শব্দমালা দ্বারা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণা করে এবং নামাযের দাওয়াত দেয় তাকে আযান বলে। আর যে ব্যক্তি আযান দেয় তাকে মুআজ্জিন বলে। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং জুমআর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়।

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ   اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ   أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ   لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর দুই বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বাড়ানো হয়।

আযানের উত্তর

আযানের কালিমাগুলো হুবহু রিপিট করা হবে কিন্তু حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ এর উত্তরে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ এবং ফজরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمُ এর উত্তরে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলা উচিৎ।

প্রশ্নাবলী

① আযান কাকে বলে ? ② যে ব্যক্তি আযান দেয় তাকে কি বলে ?

③ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ এর উত্তরে কি বলা উচিৎ?

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ ইক্বামাত

জামাত দাঁড়ানোর সময় আযানের মত তাড়াতাড়ি যে সমস্ত শব্দাবলী বলা হয় সেগুলোকে ইক্বামত বলে।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ　　اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ　　أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

Deeniyat

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ	
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ	
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةُ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ
قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ	قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ	لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

Deeniyat

ইক্বামাতের উত্তর

আযানের উত্তরের ন্যায় ইক্বামাতের উত্তর দেওয়াও উচিৎ , কিন্তু قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উত্তরে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا বলা উচিৎ ।

প্রশ্নাবলী

① ইক্বামাত কাকে বলে ? ② ইক্বামতের কালিমাসমূহ শোনাও ।

③ قدقامت الصلاة এর উত্তরে কি বলা উচিৎ ?

সবক ঃ ৪ জামাআতের সাথে নামায

কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে এভাবে নামায পড়া, যে তাদের একজন নামায পড়াবে এবং অন্যরা তার পিছে নামায পড়বে; এ পদ্ধতিকে “জামাআতের সাথে নামায আদায় করা” বলে। যিনি নামায পড়ান তাকে ইমাম আর পিছে নামায আদায়কারীদেরকে “মুক্তাদী” বলে।

জামাতের সাথে নামায পড়া সুন্নতে মুআক্কাদা। জামাআতের সাথে নামায আদায়কারী একাকী নামায আদায় কারীর তুলনায় ২৭ গুন বেশী সওয়াবের অধিকারী হয়। [বুখারী : ৬৪৫, ইবনে উমর رضي الله عنهما]

কোন উযর ছাড়া জামাতে নামায না পড়া আল্লাহ্ এবং তার রাসূল ﷺ এর নিকট অতি অপছন্দনীয় কাজ। হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযানের শব্দ শোনে এবং কোন উযর ছাড়া মসজিদে না যায়, তার নামায কবুল হয় না।

[ইবনে মাজাহ্: ৭৯৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

প্রশ্নাবলী

① জামাতে নামায পড়ার সওয়াব কি পরিমাণ?

② ইমাম ও মুক্তাদী কাকে বলে?

③ উযর বা কোনো কারণ ছাড়া জামাতে নামায না পড়া কি?

২	৩	মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

নামায

Deeniyat

সবক ঃ ৫ জামাতে নামায পড়ার নিয়ম

নামাযিদের মধ্য হতে ইমাম ঐ ব্যক্তি হবে, যে কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ে, মাসআলা জানে এবং মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়। তার পিছনে লোক ডান ও বাঁম দিকে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, প্রথমে প্রথম কাতার পুরো করবে, তার পর দ্বিতীয়, এরপর তৃতীয় এভাবে অবশিষ্ট কাতারসমূহ পূর্ণ করবে। সামনের কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কাতার বানাবে না। কাতারের মাঝে খালি জায়গা রাখবে না বরং এভাবে দাঁড়াবে যে, মানুষের কাঁধ একে অপরের সাথে মিলিত থাকে এবং তাদের গোড়ালী একে অপরের একেবারে সোজাসুজি হয়, মোটেও আগে-পিছে না হয়, ইমাম নামায আরম্ভ করার পূর্বে কাতার সোজা হয়েছে কি না তা দেখে নিবে। [শামী ঃ ২/২৩০-২৬৬,বাবুল ইমামাহ্]

পিছনে নামায আদায়কারী লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি ইকামত বলবে, এরপর ইমাম যে নামায পড়াচ্ছেন তার এবং মুক্তাদীদের ইমামতির নিয়াত এভাবে করবে যে, আমি এই জামাআতকে উমুক নামায পড়াচ্ছি। তদ্রূপ পিছের মুক্তাদিরাও নিজ নামাযের নিয়াতের সাথে সাথে ইমামের পিছে নামায পড়ার নিয়াত এভাবে করবে যে,আমি এই ইমামের পিছে নামায পড়ছি। অতঃপর ইমাম তাক্বীরে তাহ্রীমা বলে হাত বাঁধবে। মুক্তাদীরাও ইমামের তাক্বীরে তাহ্রীমার পর সাথে সাথে তাকবীর বলে নামাযে অংশগ্রহণ করবে। এরপর ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে সানা পড়বে। কিন্তু মুক্তাদী সানা পড়ে চুপ হয়ে যাবে এবং ইমাম ক্বিরাত পড়বে। ফজর, মাগরিব ও ইশায় উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বে এবং যোহর ও আসরে নিম্ন স্বরে ক্বিরাত পড়বে।

ক্বিরাত পূর্ণ হয়ে গেলে اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে রুকু করবে, ইমামের অনুসরণ করে মুক্তাদীরাও রুকুতে যাবে। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে রুকুর তাসবীহ্

Deeniyat

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। রুকু হতে ওঠার সময় ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে এবং মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। মুক্তাদী এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে যে, কোন রুকন আদায় করার সময় ইমামের আগে যেন আদায় না করে ফেলে, বরং সাথে সাথে অথবা একটু পর আদায় করবে। রুকুর পর অবশিষ্ট নামাযসমূহ সেভাবে পূর্ণ করবে যেভাবে পূর্ণ করার কথা নামাযের পদ্ধতিতে বলা হয়েছে, মুক্তাদি শুধু ক্বেয়ামের সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, এছাড়া তাকবীরসমূহ রুকু ও সাজদার তাসবীহ্সমূহ, তাশাহ্হুদ, দুরুদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাসূরা পড়বে।

[শামী: ৩ /৪৯৫, ৪/১৯৯ বাবু সিফাতিস্ সালাত, ফাসলুন]

মুক্তাদী ইমামের পিছে কি পড়বে ও কি পড়বে না

	তাকবীরে তাহ্‌রীমা	সানা	তায়াওয়ুয তাস্‌মিয়া সূরায়ে ফাতেহা	আমীন	সূরাহ্	রুকুর তাক্‌বীর	রুকুর তাস্‌বীহ	তাস্‌মী	তাহ্‌মীদ	সাজ্‌দার তাকবীর	জলসার তাকবীর	বৈঠকের তাকবীর	তাশাহ্‌হুদ	দুরুদ শরীফ	দুআয়ে মাসূরা	সালাম
ইমাম	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
মুক্তাদী	✔	✔	X	✔	X	✔	✔	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

প্রশ্নাবলী

① ইমাম কেমন হওয়া উচিৎ? ② কাতারবন্দি হওয়ার নিয়ম বল।

৩	৪ মাসে	৩৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক : ৬ জুমআর নামায

ইসলামে জুমআর দিনের অনেক গুরুত্ব ও শ্রেষ্টত্ব রয়েছে। হুযুর ﷺ

ইরশাদ করেছেন: সূর্য যে দিনগুলোতে উদিত হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ট দিন হল জুমআর দিন, ঐ দিন আদম عليه السلام জন্মগ্রহণ করেছে,ঐ দিনই তাকে জান্নাতে পাঠানো হয়েছিল আর ঐ দিনই তিনি জান্নাত হতে বের হন এবং ক্বিয়ামাত ঐ দিনেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

[মুসলিম:২০১৪,আবু হুরাইরা]

সুতরাং জুমআর দিনের মূল্যায়ন করা উচিৎ এবং তাড়াতাড়ি মসজিদে পৌঁছে তেলাওয়াত ও নামাযে লিপ্ত হওয়া উচিৎ।

জুমআর নামায ফরয। তা যোহরের সময়ই পড়া হয়, তার মধ্যে দুই রাকাত নামায পড়া ফরয। জুমআর নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব মিম্বরের উপর বসবেন এবং তার সামনে মুআজ্জিন সাহেব আযান দিবেন, আযানের পর ইমাম সাহেব নামাযিদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দুটি খুৎবা দিবেন, প্রথম খুৎবা দেওয়ার পর অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবেন অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা দিবেন। যখন দ্বিতীয় খুৎবা শেষ হয়ে যাবে, তখন ইমাম সাহেব মিম্বর হতে নেমে নামায পড়ানোর জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবেন এবং মুআজ্জিন সাহেব ইক্বামত বলবেন, অতঃপর ইমাম সাহেব কাতার ঠিক করানোর পর জুমআর দুই রাকাত ফরয নামায ঐভাবে পড়াবেন যেভাবে“জামাআতে নামায পড়ার পদ্ধতিতে” বর্ণিত হয়েছে। জুমআর উভয় রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা উচ্চস্বরে পড়া হয়।

[শামী ঃ ৬/৩৮-৮০, বাবুল জুমআহ্]

জুমআর প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতিহর পর সূরায়ে আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে গাশিয়া পড়া সুন্নাত।

[শামী৪/১৮৮, বাবু সিফাতিস্ সালাত, ফাসলুন ফিল ক্বিরাআতি]

মাসআলা ঃ যখন খুৎবা পড়া হয় তখন তা নীরবে শোনা ওয়াজিব, খুৎবার সময় কারোর সাথে কথা বলা অথবা কোন গর্হিত কাজ করা নিষিদ্ধ এমনকি নামায পড়াও নিষিদ্ধ।

প্রশ্নাবলী

(১) জুমআর নামায কবে পড়া হয়?
(২) খুৎবার সময় কারোর সাথে কথা বলা অথবা অন্য কোন কাজ করা কেমন?
(৩) জুমআর নামাযে কোন কোন সূরা পড়া সুন্নত?

৫ পঞ্চম মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

"আসমাউল হুসনা" অধ্যায়ে বিগত বছরসমূহের রিপিটের সাথে এ বছর ২৫ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল নামগুলো উল্লেখ করার তারতীব গত বছরের ন্যায় রাখা হয়েছে, প্রত্যেক আগত মাসের নামের সাথে বিগত মাসের নামগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ছাত্ররা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তারতীব অনুযায়ী সহজে মুখস্থ করতে পারে। অন্যান্য বিষয়বস্তু সমূহের ন্যায় উক্ত নামগুলোও সম্মিলিতভাবে পড়াবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আস্‌মাউল হুসনা ঃ আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহকে "আসমাউল হুসনা" বলে।

কুরআন ঃ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا [সূরায়ে আ'রাফঃ ১৮০]

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম রয়েছে,তোমরা সে সমস্ত নাম নিয়ে তাকে ডাক।

হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এই নামগুলোকে মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম ঃ ৬৯৮৬ , আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যেও দারুন ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে,আর সেগুলো মুখস্থ করার ও অসংখ্য ফযীলাত রয়েছে এবং এ সকল নামসমূহকে পড়ে প্রার্থনাকৃত দু'আ অবশ্যই কবুল হয়।

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

সবক ঃ ১ গত বছরের পুন:পঠন

هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ

الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ

الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ

الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

এ বছরের সবক সমূহ সবক ঃ ২ আসমাউল হুসনা৫১,৫২,৫৩,৫৪

اَلْحَقُّ সত্য স্বরূপ	اَلْوَكِيْلُ অভিভাবক	اَلْقَوِيُّ শক্তিশালী	اَلْمَتِيْنُ ক্ষমতাবান

هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

Deeniyat

اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِيْ اَلْمُبْدِئُ

اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ

اَلْخَافِضُ الرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ السَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

اَلْخَبِيْرُ اَلْحَلِيْمُ اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيْرُ اَلْحَفِيْظُ

اَلْمُقِيْتُ اَلْحَسِيْبُ اَلْجَلِيْلُ اَلْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ

اَلْحَكِيْمُ اَلْوَدُوْدُ اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ اَلْوَكِيْلُ

اَلْقَوِيُّ اَلْمَتِيْنُ

৬ | ৭ মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ আসমাউল হুসনা ৫৫,৫৬,৫৭,৫৮

اَلْوَلِيُّ বন্ধু	اَلْحَمِيْدُ প্রশংসিত	اَلْمُحْصِيْ হিসাবরক্ষণকারী	اَلْمُبْدِئُ প্রথম সৃজনকারী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ

اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ

Deeniyat

اَلْمُعِيْدُ
اَلْمُحْيِي
اَلْمُمِيْتُ
اَلْحَيُّ

৮

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

اَلْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ

الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ

الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ

الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِيْ الْمُبْدِئُ

৭ সপ্তম মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আসমাউল হুসনা

সবক ঃ 8 আসমাউল হুসনা ৫৯,৬০,৬১,৬২

اَلْحَيُّ চিরঞ্জীব	اَلْمُمِيْتُ মৃত্যুদাতা	اَلْمُحْيِي জীবনদাতা	اَلْمُعِيْدُ পুন:সৃষ্টিকারী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

Deeniyat

الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ

الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ

الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ

الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِيْ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِيْ

الْمُمِيْتُ الْحَيُّ

৮ অষ্টম মাসে ১৫ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ৫ আসমাউল হুসনা ৬৩,৬৪,৬৫,৬৬

اَلْوَاحِدُ একক	اَلْمَاجِدُ অতিমর্যাদাবান	اَلْوَاجِدُ সর্বনিয়ন্ত্রক	اَلْقَيُّوْمُ চিরস্থায়ী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

اَلْخَبِيْرُ اَلْحَلِيْمُ اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ اَلشَّكُوْرُ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيْرُ اَلْحَفِيْظُ
اَلْمُقِيْتُ اَلْحَسِيْبُ اَلْجَلِيْلُ اَلْكَرِيْمُ اَلرَّقِيْبُ اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ
اَلْحَكِيْمُ اَلْوَدُوْدُ اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ اَلشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ اَلْوَكِيْلُ
اَلْقَوِيُّ اَلْمَتِيْنُ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِيْ اَلْمُبْدِئُ اَلْمُعِيْدُ اَلْمُحْيِيْ
اَلْمُمِيْتُ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ اَلْوَاجِدُ اَلْمَاجِدُ اَلْوَاحِدُ

৮ ৯ মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ আসমাউল হুসনা ৬৭,৬৮,৬৯,৭০

اَلْأَحَدُ	اَلصَّمَدُ	اَلْقَادِرُ	اَلْمُقْتَدِرُ
একমাত্র আল্লাহ	অমুখাপেক্ষী	সর্বশক্তিমান	সার্বভৌম

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ
اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
اَلْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

اَلْمُقَدِّمُ اَلْمُؤَخِّرُ اَلْأَوَّلُ اَلْآخِرُ اَلظَّاهِرُ

اَلْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ

اَلْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ

اَلْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ

اَلْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ

اَلْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِيْ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِيْ

اَلْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ

اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ

৯ ১০ মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক : ৭ আসমাউল হুসনা ৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫

اَلْآخِرُ অনন্ত	اَلْأَوَّلُ অনাদি	اَلْمُؤَخِّرُ বিলম্বে সম্পাদনকারী	اَلْمُقَدِّمُ শীঘ্রই সম্পাদনকারী

اَلظَّاهِرُ
প্রকাশ্য

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ
اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ
اَلْمُتَكَبِّرُ

اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ

اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ اَلرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ

اَلْخَافِضُ اَلرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ اَلسَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اَللَّطِيْفُ

اَلْخَبِيْرُ اَلْحَلِيْمُ اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ اَلشَّكُوْرُ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيْرُ اَلْحَفِيْظُ

اَلْمُقِيْتُ اَلْحَسِيْبُ اَلْجَلِيْلُ اَلْكَرِيْمُ اَلرَّقِيْبُ اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ

اَلْحَكِيْمُ اَلْوَدُوْدُ اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ اَلشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ اَلْوَكِيْلُ

اَلْقَوِيُّ اَلْمَتِيْنُ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِيْ اَلْمُبْدِئُ اَلْمُعِيْدُ اَلْمُحْيِيْ

اَلْمُمِيْتُ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ اَلْوَاجِدُ اَلْمَاجِدُ اَلْوَاحِدُ اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ

اَلْقَادِرُ اَلْمُقْتَدِرُ اَلْمُقَدِّمُ اَلْمُؤَخِّرُ اَلْأَوَّلُ اَلْأٰخِرُ اَلظَّاهِرُ

১০ দশম মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছর মাসাইলের বিষয়বস্তুতে বিগত বছরসমূহের রিপিটের সাথে "ইস্তিঞ্জার বর্ণনা, নামায ভঙ্গকারী জিনিসসমূহ এবং মাকরুহ্ ওয়াক্তসমূহ" দেওয়া হয়েছে। মাসাইলের বিষয়বস্তু যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ। প্রথমে বিগত বছরসমূহের ভালভাবে রিপিট করিয়ে দিন অতঃপর নতুন সবকসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিপটে বসিয়ে দিন। আর বিশেষ করে "নামায ভঙ্গকারী জিনিসসমূহ" দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এবং বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করুন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

মাসাইল ঃ দ্বীনের ঐ সমস্ত কথা যার মধ্যে আমলের নিয়ম অথবা তার শুদ্ধ-অশুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয় তাকে মাসাইল বলে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে বের হয় অত:পর তা অর্জনও করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দুটি নেকী লিখে দেন, আর যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানী হয় কিন্তু তা অর্জন করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন।

[মুজামে কাবীরঃ ১৬৫, অসেলা বিন আসক্বা رضي الله عنه]

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ একজন ফকীহ্ (মাসাইলে পারদর্শী ব্যক্তি) শয়তানের উপর এক হাজার ইবাদতকারী হতে অধিক ভারী।

[তিরমিযিঃ১/২৬৮১, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

আমরা মুসলমান, আর মুসলমানের দায়ীত্ব হল যে, নিজেদের জীবন আল্লাহর নির্দেশ এবং নবী কারীম ﷺ এর নূরানী তরীকানুযায়ী পরিচালনা করা, এর মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা; আর আল্লাহর নির্দেশ এবং নবী কারীম ﷺ এর নূরানী তরীকাকে পরিহার করে জীবন পরিচালনা করার মধ্যে রয়েছে ব্যর্থতা। সুতরাং সুষ্ঠভাবে জীবন পরিচালনা করার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং বিশেষ করে মাসাইলের ইলম অর্জন করা অতি জরুরি।

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সবক ঃ ১ বিগত বছরসমূহের পূন:পঠন

গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরযঃ

(১) মুখ ভরে কুলি করা। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাবুন ফি আবহাসিল গুসল]

(২) নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাবুন ফি আবহাসিল গুসল]

(৩) সমস্ত শরীরে এমন ভাবে পানি পৌঁছানো যেন একটিলোমও শুষ্ক না থাকে। [শামী : ১/৪২৭, মাতলাবুন ফি আবহাসিল গুসল]

গোসলের সুন্নতসমূহ

১ পবিত্র হওয়ার নিয়াত করা। [বুখারী:১, উমর رضي الله عنه, শামী:১/৪৪৪, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল উযু]

২ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। [বুখারী: ২৪৮, আয়েশা رضي الله عنها]

৩ লজ্জাস্থান ধৌত করা। [বুখারী: ২৪৯, মাইমুনা رضي الله عنها]

৪ শরীরের কোথাও অপবিত্রতা লেগে থাকেলে তা ধৌত করা। [বুখারী:২৪৯,মাইমুনা رضي الله عنها]

৫ উযু করা। [বুখারী: ২৪৮, আয়েশা رضي الله عنها]

৬ তিন বার পূরো শরীরে পানি প্রবাহিত করা। [বুখারী: ২৫৬, জাবির رضي الله عنه]

৭ প্রথমে মাথায় অতঃপর ডান কাঁধে তার পর বাঁ কাঁধে পানি প্রবাহিত করা। [শামী: ১/৪৪৩, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল গুসল]

৮ গোসলের সময় সমস্ত শরীরকে বর্দন করে ধৌত করা। [শামী: ১/৪৪৩, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল গুসল]

নোট ঃ গোসল করার সময় যদি সতর খোলা থাকে,তবে ক্বিবলার দিকে মুখ করে গোসল না করা। [শামী: ১/৪৪৩, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল গুসল]

Deeniyat

উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয ৪ টিঃ [সুরাহ মাঅেদাহঃ ৬]

(১) কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা। [শামী : ১/২৩৫ আরকানুল উযূ]

(২) উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল উযূ]

(৩) মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা। [শামী : ১/২৪৭, আরকানুল উযূ]

(৪) উভয় পা গোড়ালীসহ ধৌত করা। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল উযূ]

উযুর সুন্নতসমূহ

① উযুর নিয়াত করা। [বুখারী:১, উমর رضي الله عنه, শামী:১/২৭১, কিতাবুত্ব ত্বাহারাত, সুনানুল উযূ]

② بِسۡمِ اللّٰهِ পড়ে উযূ শুরু করা। [নাসাঈ:৭৮, আনাস رضي الله عنه ;শামী:১/২৭৮,কিতাবুত্ তাহারাত,সুনানিল উযূ]

③ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। [বুখারী:১৫৯,উসমান বিন আফফান رضي الله عنه]

④ মিস্ওয়াক করা আর যদি মিস্ওয়াক না থাকে, তবে আঙুল দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা। [বুখারী:৮৭৭, আবু হুরাইরা رضي الله عنه, সুনানে কুব্রা:১৭৯, আনাস رضي الله عنه, শামী: ১/২৯৬, ৩০২, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল অযু]

⑤ তিনবার কুলি করা। [বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফ্ফান رضي الله عنه, শামী : ১/৩০৬, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল অযু]

⑥ তিনবার নাকে পানি দেওয়া। [বুখারী:১৮৫,আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنه শামী:১/৩০৬, ৩০৮, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানুল অযু]

⑦ হাত ও পা ধোঁয়ার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা। [তিরমিযী:৩৯,ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

⑧ প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার ধৌত করা। [বুখারী:১৫৯,উসমান বিন আফফান رضي الله عنه]

⑨ একবার পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। [বুখারী: ১৫৯, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه]

⑩ মাথা মাসেহের সাথে সাথে উভয় কান মাসেহ করা। [তিরমিযী:৩৬,ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল
[মাসাইল]

⑪ অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহকে একের পর এক ধৌত করা [এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সাথে সাথে ধৌত করা] । [বুখারী:১৪০, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, শামী:১/৩২৮, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানিল উযূ]

⑫ তারতীব অনুযায়ী উযূ করা ।
[বুখারী: ১৪০, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, শামী: ১/৩২৭, কিতাবুত্ তাহারাত, সুনানিল উযূ]

⑬ উযূর পর দুআ পড়া । [তিরমিযী: ৫৫, ওমর رضي الله عنه]

উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

আট জিনিসের দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়, তাদেরকে "উযূ ভঙ্গকারী" বলে ।

① পেশাব-পায়খানা করা অথবা ঐ দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া ।
[শামী: ১/৩৬৫, কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ]

② মলদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া । [শামী:১/৩৬৫,কিতাবুত্ তাহারাত,নাওয়াকিযে উযূ]

③ শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত অথবা পুঁজ বেরিয়ে গড়িয়ে পড়া ।
[বাদাইউস্ সানায়ে: ১/২৪, কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ]

④ মুখ ভরে বমি করা । [শামী: ১/৩৭৬,কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ]

⑤ চিৎ হয়ে অথবা টেক লাগিয়ে ঘুমানো । [শামী:১/৩৮৬,কিতাবুত্ তাহারাত , নাওয়াকিযে উযূ]

⑥ রোগ অথবা অন্য কোন কারণে বেহুশ হয়ে যাওয়া ।
[শামী:১/৩৯৬,কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ]

⑦ পাগল হয়ে যাওয়া । [শামী:১/৩৯৬,কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ]

⑧ নামাযে শব্দ করে হাসা । [শামী:১/৩৯৬,কিতাবুত্ তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ]

পঞ্চনামায

① ফজর ② যোহর ③ আসর ④ মাগ্‌রিব ⑤ ইশা

রাকাআতের সংখ্যা

① ফজরের নামাযে ৪/ রাকাত : ২/ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ২/ রাকাত ফরয ।

② যোহরের নামাযে ১২/ রাকাত : ৪/ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ৪/রাকাত ফরয, ২/রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ২/রাকাত নফল ।

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

৩ আসরের নামাযে ৮/ রাকাত	:	৪/রাকাত সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদা,৪/রাকাত ফরয ।
৪ মাগরিবের নামাযে৭/রাকাত	:	৩/রাকাত ফরয,২/রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা,২/রাকাত নফল ।
৫ ইশার নামাযে ১৭/ রাকাত	:	৪/রাকাত সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদা, ৪/রাকাত ফরয, ২ / রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ২ / রাকাত নফল , ৩ / রাকাত বিত্‌র ওয়াজিব, ২ / রাকাত নফল ।
জুমআর নামাযে১৪/রাকাত	:	জুমআর পূর্বে ৪/রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, জুমআর ২/রাকাত ফরয,অত:পর ৪/রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, অত:পর ২/রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা,এরপর২/রাকাত নফল ।

[আবূদাউদ : ১২৭৫, আলী رضي الله عنه , বাদায়িউসসানায়ি ১/৯১, কিতাবুস সালাহ্, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদি রাকাআতিহা; বাদায়িউস সানায়িঃ ১/২৬৯, সালাতুল জুমআহ্ ও বায়ানু মিক্বদারিহা বাদায়িউসসানায়ি ১/২৮৪-২৮৫, কিতাবুস সালাহ্ , ফাসলুস সালাতিল মাসনুনাহ্]

বিঃ দ্রঃ - সুন্নাতে মুআক্কাদা অবশ্যই পড়বে, এর মধ্যে মোটেও অলসতা করবে না ।

নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে ৭ টি ফরয রয়েছে, যেগুলোকে "শারাইত"বলে ।

১ শরীর পাক হওয়া ।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
২ কাপড় পাক হওয়া ।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৩ জায়গা পাক হওয়া ।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৪ সতর ঢাকা ।	[শামী : ৩/২৪৯, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৫ নামাযের সময় হওয়া ।	[বাদায়িউস সানায়িঃ ১/১২১,ফাসলুন ফি শারায়িতি আরকানিস সালাহ্]
৬ ক্বিবলার দিকে মুখ করা ।	[শামী : ৩/৩৩০, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৭ নামাযের নিয়ত করা ।	[শামী : ৩/২৮৫, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

নামাযের আরকান

নামাযের ভিতরে ছয়টি ফরজ ফরয রয়েছে যেগুলোকে আরকান বলা হয় ।

১ তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা ।

[শামী:৩/৩৭৬, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতিস সালাহ্]

মাসাইল

Deeniyat

② ক্বিয়াম করা অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ানো । [শামী:৩/৩৮১,কিতাবুস সালাহ্, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

③ ক্বেরাত করা অর্থাৎ কুরআন মাজীদ পড়া ।
[শামী : ৩/৩৮৯, কিতাবুস সালাহ্, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

④ রুকু করা । [শামী : ৩/৩৯২, কিতাবুস সালাহ্, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

⑤ দুই সাজদাহ্ করা । [শামী : ৩/৩৯৩, কিতাবুস সালাহ্, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

⑥ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা । [শামী:৩/৩৯৬,কিতাবুস সালাহ্, বাবু সিফাতিস সালাহ্]

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

এ বছরের সবকসমূহ সবক ঃ ২ ইস্তিঞ্জার বর্ণনা

পেশাব-পায়খানা করার পর যে অপবিত্রতা লজ্জাস্থানে লেগে থাকে, তা পরিস্কার করাকে ইস্তিঞ্জা বলে ।

[শামী : ৩/৩১, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল আনজাস, ফসলুল ইস্তিনজা]

ইস্তিঞ্জার নিয়ম

পেশাব করার পর মাটির পবিত্র ঢিলা অথবা টিস্যু পেপার দ্বারা পেশাবকে শুকিয়ে নেওয়া উচিৎ, অতঃ পর পানি দ্বারা ধৌত করা উচিৎ ।

পায়খানা করার পরও মাটির তিনটি ঢিলা অথবা টিসু পেপার দ্বারা উক্ত স্থানকে পরিস্কার করে নেওয়া উচিৎ, অতঃপর পানি দ্বারা ধৌত করে নিবে । ঢিলা এবং পানি উভয়টি ব্যবহার করা উত্তম । আর যদি শুধুমাত্র একটি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে, তবুও তা যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে পানি ব্যবহার করা ঢিলা ব্যবহার করার তুলনায় উত্তম ।

[শামী: ৩/৩৫, ৩৭, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল আনজাস, ফাসলুল ইস্তিঞ্জা]

৭ সপ্তম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল
[মাসাইল]

সবক ঃ ৩ নামায ভঙ্গকারী জিনিসমূহ

এমন জিনিস যার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়

(১) নামায অবস্থায় কথা-বার্তা বলা,ইচ্ছাকৃত হোক বা ভূলক্রমে,কম হোক বা বেশী। [শামী:৪/৪১৬,কিতাবুস সালাত,বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(২) নামাযের বাইরের কোন ব্যক্তির দুআয় আমীন বলা। [শামী: ৪/৩৩৬, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৩) কোন কষ্ট অথবা ব্যাথার কারণে কাতরানো, অথবা আহ্, উহ্ শব্দ করা। [শামী: ৪/৪৩২, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৪) কুরআন শরীফ দেখে পড়া। [শামী: ৪/৪৫১, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৫) কুরআন মাজীদ পড়ার সময় এমন ভুল করা যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। [শামী: ৪/৪৭৯, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৬) নামাযের অবস্থায় এমন কোন কাজ করা,যার দ্বারা দর্শকরা মনে করে যে, এই ব্যক্তি নামাযের মধ্যে নেই। [শামী: ৪/৪৫৪, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৭) নামায পড়াবস্থায় কোন কিছু খেয়ে ফেলা। [শামী:৪/৪৪৯,কিতা.বুস সালাত,বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৮) ক্বিব্‌লার দিক থেকে কোন উযর ছাড়া ছিনা-বক্ষ ঘূরিয়ে নেওয়া। [শামী: ৪/৪৬৪, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(৯) অপবিত্র স্থানে সাজদা করা। [শামী:৪/৪৫৮,কিতাবুস সালাত,বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(১০) নামাযের কোন ফরয ত্যাগ করা। [শামী: ৪/৪৭৫, কিতাবুস সালাত, বাবু মা য়ুফসিদুস সালাতা ওমা য়ুকরাহু ফিহা]

(১) ইমামের স্থান থেকে সামনে দাড়ানো। [শামী:৪/৪৬০,কিতাবুস সালাত,বাবুল ইমামাতি]

৭	৮	৯	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

মাসাইল

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল
[মাসাইল]

সবক ঃ ৪ নামাযের মাক্‌রুহ্‌ ওয়াক্তসমূহ

নামায আদায় করার শর্ত হল এই যে, যে সময় তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সে সময়ে মধ্যেই পড়তে হবে,সময়ের পূর্বে পড়লে নামায হবেই না, আর সময়ের পর পড়লে ক্বাযা হয়ে যাবে।

[শামী : ৩/২৪৩, বাবু শুরুতিস্‌ সালাত]

ঐ সমস্ত সময়, যে সময়ে নামায পড়া জায়েয নেই

নিম্নলিখিত সময়সমূহে কোন ধরণের নামায পড়া জায়েয নেই, চাই ফরয নামায হোক অথবা নফল, আদা হোক অথবা ক্বাযা।

① সূর্য উদিত হওয়ার সময় হতে নিয়ে সূর্য উপরে আসা পর্যন্ত প্রায় ২০ মিনিট। [শামী: ৩/১৪৪, মাত্‌লাবুন য়ুশতারাতুল ইলমু বিদুখূলিল ওয়াক্তি]

② সূর্য একেবারে মাথার উপর আসার পর হতে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় ৫ মিনিট। [শামী: ৩/১৪৪, মাত্‌লাবুন য়ুশতারাতুল ইলমু বিদুখূলিল ওয়াক্তি]

③ সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত প্রায় ২০মিনিট। [শামী:৩/১৪৪,মাত্‌লাবুন য়ুশতারাতুল ইলমু বিদুখূলিল ওয়াক্তি]

মাসআলাঃ আসরের নামাযকে সূর্য হলদে বর্ণ ধারন করা পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরুহ্‌, কিন্তু যদি কোন কারণে বিলম্ব হয়ে যায়,তবে শুধুমাত্র ঐ দিনের আসরের নামায পড়তে পারবে।

[শামী:৩/১৪৯,মাত্‌লাবুন য়ুশতারাতুল ইলমু বিদুখূলিল ওয়াক্তি]

এছাড়া দুটি সময় এরূপ রয়েছে, যখন নফল নামায পড়া মাকরুহ্‌

① সুবহি সাদিক হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।

[শামী: ৩/১৫৩, মাত্‌লাবুন য়ুশতারাতুল ইলমু বিদুখূলিল ওয়াক্তি]

② আসরের নামাযের পর হতে সূর্য হলদে বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত।

[শামী: ৩/১৫৩, মাত্‌লাবুন য়ুশতারাতুল ইলমু বিদুখূলিল ওয়াক্তি]

৯ ১০ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

মাসাইল

Deeniyat

[ইসলামী জ্ঞান]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এই বিষয়বস্তুর অধীনে নবীগণ عليهم السلام এবং তাদের গোত্রসমূহ, আহ্লে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم এবং ইসলামী জিনিসসমূহের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিতভাবে সকল প্রশ্নের উত্তরসমূহ মুখস্থ করিয়ে দিন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

ইসলামী জ্ঞান ঃ দ্বীন-ইসলামের কথাসমূহ জানাকে "ইসলামী জ্ঞান" বলে।

হাদীস ঃ হুযুর ﷺ বলেছেন: মূমিন কল্যাণকর কাজ করে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। সে ইলম অর্জন করতে থাকে, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে। [তিরমিযী: ২৬৮৬, আবু সাঈদ খুদ্‌রী رضي الله عنه]

ইলমে দ্বীন অর্জনের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ্য হতে অনেক পুরস্কারের অঙ্গীকার রয়েছে। নবী কারীম ﷺ এর ঘোষণা যে, ইলম অর্জন ব্যক্তির জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিজীব মাগ্‌ফিরাতের দুআ করতে থাকে। সুতরাং সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য যে, তারা বেশী বেশী করে দ্বীনের কথা-বার্তা শিক্ষা করে এবং দ্বীন সংক্রান্ত নিজ জ্ঞানের সমৃদ্ধকে বৃদ্ধি করে।

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[ইসলামী জ্ঞান]

১

সবক ঃ ১

প্রশ্ন ঃ "সিদ্দীক" কোন সাহাবীর উপাধি ছিল?
উত্তর ঃ সিদ্দিক হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর উপাধি ছিল ।

[মুস্তাদরাক: ৪৪০৭, আয়েশা رضي الله عنها]

প্রশ্ন ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর নাম কি ছিল?
উত্তর ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর নাম আব্দুল কাবা ছিল ।

[উসদুল গাবা: ১/৬৩৮]

প্রশ্ন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর নাম কি রাখা হয়েছিল?
উত্তর ঃ ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর নাম আব্দুল্লাহ্ রাখা হয়েছিল ।

[উসদুল গাবা: ১/৬৩৮]

প্রশ্নঃ হযরত ওমর رضي الله عنه কোন সূরা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ হযরত ওমর رضي الله عنه সূরায়ে ত্বহা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন ।

[ত্বাবকাতে ইবনে সাদ ঃ ৩/২৬৮]

১ ২ মাসে ২৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ২

প্রশ্নঃ মুসলমানরা সর্বপ্রথম কাবা ঘরে নামায কবে পড়েছিল?

উত্তরঃ হযরত ওমর رضي الله عنه এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা সর্বপ্রথম কাবা ঘরে নামায পড়েছিল ।

[আস্-সিরাতুন নববীয়্যাহ্ লিইব্নে হিশামঃ ২/১৮৬]

প্রশ্নঃ কোন নবীকে মাছে গিলে ফেলেছিল?

উত্তরঃ হযরত ইউনুস عليه السلام কে মাছে গিলে ফেলেছিল ।

[সূরায়ে সা-ফফাতঃ ১৪২]

প্রশ্নঃ কোন নবীর জিন ও বাতাসের উপরও রাজত্ব ছিল?

উত্তরঃ হযরত সুলায়মান عليه السلام এর জিন ও বাতাসের উপরও রাজত্ব ছিল ।

[সূরায়ে ছা-দঃ ৩৬-৩৭]

প্রশ্নঃ ক্বওমে আদ এর নবী কে ছিলেন?

উত্তরঃ হযরত হুদ عليه السلام ক্বওমে আদ এর নবী ছিলেন । [সূরায়ে হুদঃ ৫০]

২ ৩ মাসে ২৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ৩

প্রশ্নঃ ক্বওমে সামূদের নবী কে ছিলেন?

উত্তরঃ হযরত সালেহ্ عليه السلام ক্বওমে সামূদের নবী ছিলেন। [সূরায়ে হুদ: ৬১]

প্রশ্ন ঃ হযরত শুয়াইব عليه السلام কোন শহরের প্রতি নবী বানিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত শুয়াইব عليه السلام "মাদ্য়ান" শহরের প্রতি নবী বানিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। [সূরায়ে হুদ: ৮৪]

প্রশ্নঃ আহ্লে বাইত কাকে বলে?

উত্তরঃ নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এর পরিবারের লোকদেরকে আহ্লে বাইত বলে।

[মুস্তাদ্রাক: ৩৫৫৮, উম্মে সালামা رضي الله عنها]

প্রশ্নঃ হযরত হাসান رضي الله عنه ও হযরত হুসাইন رضي الله عنه নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এর কে ছিলেন?

উত্তরঃ হযরত হাসান رضي الله عنه ও হযরত হুসাইন رضي الله عنه নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এর নাতি ছিলেন। [উসদুল গাবা: ১/২৫৮-২৬৩]

৩	৪	মাসে	২৫	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ৪

প্রশ্ন ঃ জান্নাতী পুরুষদের সর্দার কে হবেন?
উত্তর ঃ জান্নাতী পুরুষদের সর্দার হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন رضي الله عنهما হবেন।

[তিরমিযী: ৩৭৬৮, আবু সাঈদ খুদ্‌রী رضي الله عنه]

প্রশ্নঃ হযরত ফাতিমা رضي الله عنها নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এর কে ছিলেন?
উত্তরঃ হযরত ফাতিমা رضي الله عنها নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এর কন্যা ছিলেন।

[উসদুল গাবা: ১/১৩৯৫]

প্রশ্নঃ জান্নাতী মহিলাদের সর্দার কে হবেন?
উত্তরঃ জান্নাতী মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতিমা رضي الله عنها হবেন।

[তিরমিযী: ১/৩৭৮১, হুযাইফা رضي الله عنه]

প্রশ্নঃ যমযমের পানি কি জিনিস?
উত্তরঃ যমযমের পানি ঐ বরকতময় পানি, যার কুপ কাবার নিকটে অবস্থিত।

[তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ১/১১৪৬]

প্রশ্নঃ হাজরে আস্‌ওয়াদ কি জিনিস?
উত্তরঃ হাজরে আস্‌ওয়াদ কাবার দেওয়ালে লাগানো একটি বরকতময় পাথর, যা জান্নাত হতে আনা হয়েছে।

[তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ১/১০৭০,১০৭১]

৪	৫ মাসে	২৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

ইসলামী তারবিয়াত

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[বক্তৃতা ও দুআ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য হল এই যে, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী বাল্যকাল হতেই দ্বীনের কথা-বার্তা লোকদের সামনে নির্দ্বিধায় বলতে পারে, শুরুতে এ সকল বক্তৃতা ছাত্রদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিন অতঃপর দু'মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে ছাত্রদেরকে পালাক্রমে দাঁড় করিয়ে বলার অনুশীলন করাতে থাকুন এবং কুরআনী দু'আসমূহ অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন ।

পরিভাষা, উৎসাহ মূলক কথা

বক্তৃতা ও দু'আ ঃ দ্বীনের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরাকে "বক্তৃতা" এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াকে "দুআ" বলে ।

কুরআন ঃ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ [সূরায়ে রহমানঃ ৩,৪]

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে বর্ণনা করা শিক্ষা দিয়েছেন ।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: দু'আ মুমিনের হাতিয়ার ।

[মুস্নাদে আবি য়ালা: ১৮১২, জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

দ্বীনের কথা অন্যদের কাছে পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য আর তার বড় একটা মাধ্যম হল বক্তৃতা ও উপদেশ, সুতরাং বক্তৃতা ও বলার অনুশীলন করা উচিৎ, যাতে আমরা দ্বীনকে উম্মাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি । কিন্তু এ সকল কাজ আল্লাহর সাহায্য ও তার তাওফীকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, সুতরাং প্রতিটি কাজে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিৎ এবং দুআর নিয়ম শিখে আল্লাহর কাছে খুব দু'আ করা উচিৎ ।

Deeniyat

ইলমের ফযিলাত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ....أَمَّا بَعْدُ!

সম্মানিত সূধী !

কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীকে এ কথার নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করবে যে, হে আমার প্রভু! আমার ইলমকে বাড়িয়ে দিন। কেননা ইলমই একমাত্র এমন জিনিস যা বান্দাকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ইল্‌মই খোদাভীতি বাড়ায়। ইলম এমন একটি জ্যোতি, যার দ্বারা মূর্খতার সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। ইলম এমন একনিষ্ঠ বন্ধু, যা কোন দিন ধোকা দেয় না, বরং তা মানুষদের সংরক্ষণ করে।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে। ইলমের দ্বারা মানুষদের আমল সঠিক ও গ্রহণ যোগ্য হয়। আলিম ও জাহিল কখনো সমান হতে পারে না। আমাদের নবীজী ﷺ বলেছেন যে, একজন আলিম এক হাজার (জাহিল) ইবাদত কারী হতে উত্তম।

হুজুর ﷺ আরো বলেন, যার মৃত্যু এ অবস্থায় আসে যে, সে ইসলামকে জীবিত করার লক্ষ্যে ইলম অর্জনে লিপ্ত ছিল, তবে জান্নাতে তার ও নবীদের মধ্যে শুধুমাত্র এক স্তরের ব্যবধান হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দু'আ

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

[সূরায়ে আলে ঈমরান:১৬]

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[সীরাত]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

সীরাত অধ্যায়ে গতবছর হুযুর ﷺএর"মক্কী জীবন"বিষয়বস্তুর আকারে দেওয়া হয়েছিল। এ বছর হুযুর ﷺএর মাদানী জীবন বিষয়স্তুর আকারে সহজভাবে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া প্রতিটি সবকের পর কিছু প্রশ্নোত্তরও দেওয়া হয়েছে।
সীরাত পড়ানোর এই পদ্ধতি গ্রহণ করুন যে, সর্বপ্রথম প্রতিটি সবকের সারাংশ এভাবে বর্ণনা করুন যে, উক্ত সবকের চিত্র প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর স্মৃতিপটে বসে যায়, অতঃপর ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা উক্ত বিষয়বস্তুটি পড়িয়ে নিন এবং সর্বশেষে প্রশ্নাবলী জিঙ্গেস করুন।
সীরাতের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে গ্রহনযোগ্য লেখকগনের লিখিত কিতাব সমূহের সহযোগিতা নিন, কেননা এ সকল বিষয়বস্তু যা সীরাত অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে ঐ সকল কিতাব হতেই সংগৃহিত।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সীরাত ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺএর জীবন বৃত্তান্তকে সীরাত বলে।

কুরআন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [সূরায়ে আহযাব: ২১]

অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর সত্তার মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে।

হাদিস ঃরাসূলুল্লাহ্ ﷺবলেছেন-তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা,সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে বেশি প্রিয় না হব। [বুখারী: ১৫, আনাস رضي الله عنه]

আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম ﷺকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন,আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত আমাদের জন্য পূর্ণ দিক-নির্দেশক, তার দ্বারা আমরা জানতে পারব যে, আমাদের দ্বীন কোন কোন অবস্থার সম্মুখিন হয়েছিল এবং আমাদের নবী ﷺ তার রক্ষণাবেক্ষণ, স্থায়ীত্বকরণ ও মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য কত ধরণের কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে তার সাহায্য করেছেন।

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[সীরাত]

সবক ঃ ১ গত বছরের রিপিট

আমাদের নবী ﷺ এর দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে অরাজকতা ব্যপক ছিল, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার নির্দেশাবলীকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল,এরুপ করুণ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ কে পুরো বিশ্বের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, সুতরাং আমাদের নবী ﷺ এর জন্ম রবীউল আওয়াল মাসে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও পবিত্র শহর মক্কা মুকাররামায় হয়েছিল ।

আমাদের নবী ﷺ এর পিতা আব্দুল্লার মৃত্যু হুযুর ﷺ এর জন্মের পূর্বেই হয়েছিল, ছয় বছর বয়সে আম্মাজানেরও ইন্তেকাল হয়ে যায়,অত:পর হুযুর ﷺ স্বীয় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে থাকতে লাগলেন,দু'বছর পর হুযুর ﷺ এর দাদাজানও এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন,অত:পর তিনি স্বীয় চাচা আবু তালিবের কাছে থাকতে লাগলেন ।

হুযুর ﷺ বাল্যকাল থেকেই অনেক সৎ ছিলেন,বিশেষ করে তাঁর সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা অনেক প্রশিদ্ধ ছিল, সেকারণেই হযরত খাদিজা رضي الله عنها এর ন্যায় ভদ্র ও ধনাঢ্য মহিলা হুযুর ﷺ কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিবাহ হযরত খাদিজা رضي الله عنها এর সাথে হয়েছিল,ঐ সময় হুযুর ﷺ এর বয়স ২৫ বছর এবং হযরত খাদিজা رضي الله عنها এর বয়স ৪০ বছর ছিল ।

অত:পর যখন হুযুর ﷺ এর পবিত্র বয়স চল্লিশ বছর হল,তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর ﷺ কে হিরা গুহায় নবুওয়াত দানে ধন্য করলেন,হযরত জিব্রিল عليه السلام হুযুর কে সূরায়ে ইক্বরা এর প্রথম পাঁচ আয়াত পড়ে শুনালেন এবং সেখান থেকেই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমধারা শুরু হল ।

নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর হুযুর ﷺ মানুষদেরকে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন,সর্বপ্রথম হুযুর ﷺ এর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজা رضي الله عنها ইসলাম গ্রহণ করলেন, পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং শিশুদের মধ্যে হযরত আলী رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করলেন । প্রথম তিন বছর হুযুর ﷺ গোপনে দাওয়াতের কাজ করতে থাকলেন । এ সময়ে প্রায় চল্লিশ জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসল,তখন আমাদের নবী ﷺ মক্কা মুকাররামার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরাইশের সকল গোত্রদেরকে আওয়ায দিলেন এবং সকলকে একত্রিত করে আল্লাহর পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দিলেন । তাতে কাফিররা অনেক অসন্তুষ্ট হল এবং হুযুর ﷺ ও তাঁর সাহাবাগনকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দেওয়া আরম্ভ করল । যখন কাফিরদের পক্ষ হতে কষ্ট দেওয়ার ক্রমধারা সীমাতিক্রম করল, তখন হুযুর ﷺ নিজের সাহাবাদেরকে হাবশায় হিজরাত করার নির্দেশ দিলেন; সুতরাং কিছু

Deeniyat

সংখ্যক মুসলমান নারী ও পুরুষ হাবশায় হিজরাত করলেন,সেখানকার নাজ্জাশী বাদশাহ অনেক সৎ হৃদয়শীল ছিলেন। ওদিকে মক্কা মুকাররামায় ক্রমশ: ইসলাম প্রসার লাভ করতে লাগল, প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করত। শত্রুরা অনেক চিন্তিত হল এবং তারা নবী কারীম ﷺ এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী সাহাবায়ে কেরাম কে বয়কট করল, হুযুর ﷺ নিজের সাহাবাদের সাথে আবু তালিব ঘাঁটিতে আবদ্ধ হয়ে গেলেন, যেখানে মুসলমানদেরকে কঠিন কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়।

ঘাঁটি হতে পরিত্রান পাওয়ার পর নবুওয়াতের দশম বছর হুযুর ﷺ এর দয়ালু চাচা আবু তালিবেরও ইন্তিকাল হয়ে গেল। এখনো চাচার মৃত্যুশোগ দূর হয়ে পারেনি এমতাবস্থায় পরম আত্মোৎসর্গী ও হিতাকাংখী স্ত্রী হযরত খাদীজা رضي الله عنها ও ইহকাল ত্যাগ করলেন।

একের পর এক আঘাতের কারণে নবী কারীম ﷺ অতি মর্মাহত হলেন। যার কারণেই এ বছরকে শোকের বছর বলে আখ্যায়িত করলেন। এবার মক্কার মুশরিকরা আমাদের নবী ﷺ কে অসহনীয় কষ্ট দেওয়া শুরু করল, মক্কাবাসীদের এ অবস্থা দেখে হুযুর ﷺ তায়েফে সফর করার ইচ্ছা করলেন। সেখানে পৌঁছে হুযুর ﷺ তায়েফের ধনী ব্যক্তিবর্গ ও সর্দারদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিলেন,কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, তাদের মধ্য হতে একজন মানুষও ইসলাম গ্রহণ করল না, বরং হুযুর ﷺ এর উপর অতি মাত্রায় অত্যাচার ও নির্যাতন চালাল, হুযুর ﷺ সেখান থেকে পবিত্র মক্কায় ফিরে এলেন। একাধারে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্যের পর হুযুর ﷺ এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বড় পুরস্কার আসল, আর তা হল নবুওয়াতের দশম বছর মে'রাজের মহান ঘটনা সংগঠিত হওয়া,যাতে নামাযের তোহফাও প্রাপ্ত হন। মক্কার কাফির ও মুশরিকদের পক্ষ হতে একাধারে কষ্ট সহ্য করার পর হুযুর ﷺ নিজের সাহাবাদের কে মদীনায় হিযরাত করার নির্দেশ দিলেন, সেখানকার কিছুসংখ্যক লোক পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। এভাবে ধীরে ধীরে মুসলমানরা হিজরাত করে মদীনায় চলে গেল।এখন মক্কায় শুধুমাত্র আমাদের নবী ﷺ, হযরত আবু বাকার رضي الله عنه, হযরত আলী رضي الله عنه এবং কিছুসংখ্যক দূর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর ﷺ কেও মদীনায় হিযরাত করার নির্দেশ দিলেন; সুতরাং হুযুর ﷺ ও হযরত আবু বাকার সিদ্দিক رضي الله عنه এর সাথে পবিত্র মদীনায় হিজরাত করলেন।

Deeniyat

সবক ঃ ২ এ বছরের সবকসমূহ মাদানী জীবন

প্রিয় রাসূল ﷺ নবী হওয়ার পর তের বছর পর্যন্ত পবিত্র মক্কায় ছিলেন। সেখানে একাধারে দ্বীনের কাজ করতেন এবং সর্ব প্রকারের দূঃখ-কষ্ট সহ্য করতেন। ঐ সময়কে "মক্কী জীবন" বলে। এরপর হুযুর ﷺ মদীনায় হিজরাত করলেন এবং দশ বছর মদীনায় থাকলেন, এই সময়কে "মাদানী জীবন" বলে। মক্কী জীবনের অবস্থা আমরা গত বছরের কিতাবে পড়ে নিয়েছি। এবছর আমরা মাদানী জীবনের অবস্থা পড়ব।

আমাদের নবী ﷺ মদীনায়

যেদিন থেকে মদীনা বাসীরা শুনেছিলেন যে, আমাদের নবী ﷺ মদীনায় আসছেন, সেদিন হতে তারা প্রতিদিন মদীনা হতে বের হয়ে হুজুর ﷺ এর পথ পানে চেয়ে থাকতেন, তারা অতি সন্তুষ্ট ছিলেন, শিশুরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে মদীনার অলিতে গলিতে গেয়ে বেড়াচ্ছিল যে আমাদের নবীজি আসছেন, আমাদের নবীজি আসছেন। (ﷺ)

ছোট ছোট মেয়েরা নিজ নিজে বাড়ির ছাদে বসে হুজুর ﷺ এর আগমনের খুশিত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। পরিশেষে যখন হুজুর ﷺ আগমন করলেন তো লোকেরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হুজুর ﷺ কে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যেকের আকাংখা ছিল যে, হুজুর ﷺ আমার বাড়ি অবস্থান করুন। আমাদের নবী ﷺ এর উটনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه এর বাড়ির সামনে দাঁড়াল এবং তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন।

প্রশ্নাবলী

১) মক্কী ও মাদানী জীবন বলতে কি বোঝ?

২) মদীনা বাসীরা কিভাবে আমাদের নবী ﷺ এর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল?

৩) আমাদের নবী ﷺ কার ঘরে অবস্থান করেন?

৬ ষষ্ঠ মাসে ৮ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[সীরাত]

সবক ঃ ৩ মুহাজির ও আনসারদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

মক্কা হতে যে সমস্ত মুসলমানরা মদীনায় পৌঁছেছিল তাদেরকে মুহাজির বলে। মুহাজিররা সকলে নিঃস ও খালিহাত ছিল, মদীনার মুসলমানরা সার্বিকভাবে তাদের সাহায্য করেছিলেন, সেজন্য তাদেরকে আনসার বলে। প্রিয় নবীজি ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিরদেরকে একে অন্যের ভাই বানিয়ে দিলেন। এরপর আনসাররা তাদেরকে থাকার জন্য ঘর দিলেন, বিয়ে-শাদী করিয়ে দিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যতে অংশীদার বানিয়ে নিলেন এবং সবকিছুতে তাদেরকে নিজেদের চেয়ে বেশী অধিকারী মনে করতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) মুহাজির কাকে বলে?

(২) ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের অর্থ কি?

(৩) আনসাররা মুহাজিরদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন?

৬ ষষ্ঠ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ মদীনার অবস্থা

আমাদের নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম আল্লাহর ইবাদত এবং নামাযের জন্য মাসজিদ তৈরি করলেন, যাকে মসজিদে নববী বলা হয়। আমাদের নবী ﷺ এর মদীনায় পৌঁছানোর পূর্বে আউস ও খাযরাজ গোত্র সর্বদা লড়তে থাকত, প্রতিনিয়ত লড়তে লড়তে তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ লড়াইকে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে তারা চাইত যে কাউকে নিজেদের বাদশা বানিয়ে নিবে, এজন্য তারা একজন মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নাম নির্ধারণ করেছিল; কিন্তু আমাদের নবী ﷺ এর মদীনায় আসার পর সে বাদশা হতে

Deeniyat

পারেনি। আমাদের নবী ﷺ মদীনার অবস্থা দেখে ইহুদীদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন, ইহুদীরা প্রকাশ্যে তো সন্ধি করে নিয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকত। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন উবাই খুবই জ্বলত।

প্রশ্নাবলী

১) আমাদের নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম কাজ কি করেন?
২) আমাদের নবী ﷺ এর মদীনায় পৌঁছানোর সময় মদীনার কি অবস্থা ছিল?
৩) আব্দুল্লাহ বিন উবাই কে ছিল? এবং হুজুর ﷺ এর উপর কেন জ্বলত?

৭ সপ্তম মাসে ৬ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ৫ মুসলমানদের তিন শত্রু

পবিত্র মক্কায় মুসলমানদের শত্রু শুধু কাফেররাই ছিল। মদীনায় তিন প্রকার শত্রু হয়ে গিয়েছিল; কাফের, ইহুদী ও মুনাফিক। মদীনার ইহুদীরা অনেক সম্পদশালী ছিল, দেশের সকল ব্যবসা বাণিজ্য তাদের দখলে ছিল। আরবদের দ্বারা দিন মজুর ও ক্ষেত-খামারের কাজ নিত। সুদের উপর টাকা খাটাত। এবং তারা আরব দেশের সর্ব প্রকার উন্নতির বিরুদ্ধে ছিল। মুনাফিক তারা ছিল, যারা প্রকাশ্যে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা মুসলমানদের কঠোর বিরোধী ও কঠিন শত্রু ছিল।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই ঐ সমস্ত মুনাফিকদের নেতা ছিল। মুনাফিকরা আমাদের নবী ﷺ কে বার বার ধোকা দিত। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্র করত।

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

১) মদীনায় মুসলমানদের কত প্রকার শত্রু ছিল?

২) মদীনার ইহুদীরা কেমন ছিল?

৩) মুনাফিক কারা ছিল? এবং তারা কি করত?

৭ সপ্তম মাসে ৬ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ৬ বদর ও উহুদের যুদ্ধাবলী

মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরই একটা বড় যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এটা ইসলামের সর্ব প্রথম যুদ্ধ ছিল, যাকে "বদর যুদ্ধ" বলা হয়, যাতে মুসলমানদের সংখ্যা শুধুমাত্র ৩১৩ জন ছিল অথচ মক্কার কাফিরদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল এবং তাদের কাছে সর্ব প্রকারের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধাস্ত্র ছিল।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুসলমানরা জয়লাভ করল ও কাফিররা পরাজয় বরণ করল। এ যুদ্ধে আবু জেহেল এবং উতবার ন্যায় বড় বড় কাফির নেতারাও মারা গিয়েছিল। বদরের এক বছর পর উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল।

হুদের যুদ্ধ অনেক কঠিন যুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে বিজয়ী হয়েছিলো। ও কাফিররাপরাজিত হয়েছিলো। বিজয়ের খুশিতে মুসলমানরা নিজেদের পাহারার জায়গা থেকে সরে গিয়েছিলো। তাতে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। আমাদের নবী ﷺ এর দুটি দাঁত শহীদ হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা দ্বিতীয়বার একত্রিত হয়ে হামলা করেছিলেন, পরিশেষে আল্লাহর সাহায্য আসল, কাফিররা পলায়ন করতে লাগল, মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

১) বদর যুদ্ধে মুসলমান ও কাফিরদের সংখ্যা কত ছিল?

২) বদর যুদ্ধে কাফিরদের কোন কোন বড় নেতা মারা গিয়েছিল?

৩) উহুদ যুদ্ধে আমাদের নবী ﷺ কে কি ধরণের কষ্ট পৌঁছেছিল এবং কতজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন?

৭ সপ্তম মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৭ খন্দকের যুদ্ধ

হিজরতের পঞ্চম বর্ষে আরেকটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল, যাকে খন্দক-যুদ্ধ বলে। কিছু সংখ্যক ইহুদী মক্কার কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল, তদ্রূপ আরবের অন্যান্য গোত্রদেরকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিল, সকলে মিলে দশ হাজার সেনাবাহিনীর এক বিশাল বাহিনি তৈরি করল এবং সেনাপতি হিসেবে আবু সুফিয়ানকে নির্ধারণ করল। আমাদের নবী ﷺ যখন খবর পেলেন তখন তিনি হযরত সালমান ফারসী رضي الله عنه এর পরামর্শে মদীনার আশে পাশে খন্দক খনন করালেন। আমাদের নবী ﷺ ও খননে সাহাবাদের সাথে পূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন। কাফিরদের সেনাবাহিনী যখন মদীনায় পৌঁছল, তখন খন্দক দেখে তারা অতি আশ্চর্যন্বিত হল,কেননা এটা এমন কৌশল ছিল, যে সম্পর্কে আরবের লোকদের জানা ছিল না। খন্দক এত গভীর ও প্রশস্ত ছিল যে, শত্রুরা তা পার হতে পারেনি। এবং কাফিররা এক মাস পর্যন্ত মদীনাকে বেষ্টন করে রাখে। একদিন প্রচন্ডাকারে ঝড় হল, ফলে কাফিরদের তাঁবু উপড়ে গেল। কাফিররা ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করল।

প্রশ্নাবলী

১) খন্দকের যুদ্ধ কবে হয়েছিল?

২) খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করুন।

৮ অষ্টম মাসে ৬ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ৮ হুদায়বিয়ার সন্ধি

আমাদের নবী ﷺ এবং মুহাজিরদের মদীনায় আসার পর ছ'বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মক্কা তাদের খুবই মনে পড়ত, তাঁদের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল যে, মক্কায় যেয়ে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করবে, সুতরাং আমাদের নবী ﷺ নিজের চৌদ্দশত সাথীদেরকে সাথে নিয়ে ওমরার ইচ্ছা করলেন। এবং মদীনা হতে সফর করে মক্কার নিকটে হুদায়বিয়া নামক কুপের কাছে অবস্থান করলেন। কাফেররা এ খবর শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল, আমাদের নবী ﷺ হযরত উসমান رضي الله عنه এর মাধ্যমে মক্কা বাসীদেরকে এ পয়গাম পাঠালেন যে, আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, শুধু ওমরা করতে এসেছি। কিন্তু কাফিররা মানল না, এবং বিভিন্ন শর্তের উপর সন্ধি করতে তৈরী হয়ে গেল, তন্মধ্যে একটি শর্ত এই ছিল যে, এ বছর মুসলমানরা ফিরে যাবে, এবং আগামী বছর এসে ওমরা করবে, দ্বিতীয় শর্ত এই ছিল যে, যদি কোন মুসলমান মক্কা হতে মদীনায় যায়, তবে মদীনা বাসীরা তাকে ফিরিয়ে দিবে, আর যদি কেউ মদীনা হতে মক্কায় আসে, তবে মক্কাবাসীরা তাকে ফিরিয়ে দিবে না। এ সময় কাফিররা যত শর্ত দিয়েছিলো হুজুর ﷺ সবগুলো মেনে নিয়েছিলেন এবং সন্ধিও করে নিয়েছিলেন।

শুরুতে মুসলমানদের এ ভাবে দমে একতরফা শর্তের উপর সন্ধি করা পছন্দনীয় ছিল না, কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় রূপে আখ্যায়িত করলেন,তখন মুসলমানদের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হল।

প্রশ্নাবলী

১) আমাদের নবী ﷺ ওমরার ইচ্ছা কেন করেছিলেন?

২) এই সন্ধির নাম কি ছিল?

৩) কোন কোন শর্তের উপর এ সন্ধি হয়েছিল?

| ৮ | অষ্টম মাসে | ৮ | দিন পড়াবেন |

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[সীরাত]

সবক ঃ ৯ মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মুসলমানরা একটু স্বস্থির নিঃশাষ ফেললেন। ইসলাম প্রচারের পথ প্রসারিত হল এবং অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আমাদের নবী ﷺ ঐ সময় অনেক বাদশাহর নামে পত্র লিখলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

কিন্তু মক্কার কাফিররা বেশি দিন পর্যন্ত সন্ধির উপর অটল থাকতে পারল না, এবং তারা সন্ধি ভেঙে দিল, সুতরাং আমাদের নবী ﷺ অষ্টম হিজরীতে দশ হাজার মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে কাফিরদের মোকাবালা করার জন্য মক্কার পথে যাত্রা করলেন। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের শক্তি ও সাহস দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং মোকাবালা করার আর সাহস পেল না। তৎপর আমাদের নবী ﷺ সাহাবাদের সাথে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। এরা ঐ সমস্ত কাফির ছিল। যারা মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। নানা প্রকারের অত্যাচার করেছিল এবং মক্কা হতে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল যদি হুযুর ﷺ ইচ্ছা করতেন, তবে এক একজন কাফির থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু নবী ﷺ তাদের থেকে কোন ধরণের প্রতিশোধ নেননি, সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কার কাফিররা আমাদের নবী ﷺ এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেতে লাগল, যেই ক্ষমা চাইতো, আমাদের নবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিতেন। ঐদিন আমাদের নবী ﷺ আল্লাহর ঘর "কাবা" কে মূর্তি হতে পবিত্র করলেন এবং সর্বত্র তাওহীদের বাণী প্রচার করলেন।

প্রশ্নাবলী

১) আমাদের নবী ﷺ কি পরিমাণ মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে মোকাবালার জন্য বের হয়েছিলেন?

২) আমাদের নবী ﷺ কখন রাজা-বাদশাহদের নামে চিঠি পাঠিয়েছিলেন?

৩) যারা আমাদের নবী ﷺ ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছিল, তাদের সাথে আমাদের নবী ﷺ কি ব্যবহার করেছিলেন?

৮	৯	মাসে	১১	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

Deeniyat

সবক ঃ ১০ বিদায় হজ্ব

মক্কা বিজয়ের পর আরবে ইসলামের জয়-জয়াকার হল, এবং অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল, মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকল, আমাদের নবী ﷺ দশম হিজরীতে নিজের এক লক্ষেরও অধিক সাহাবীদের সাথে হজ্ব করলেন, এটা আমাদের নবী ﷺ এর শেষ হ্জ্ব ছিল। এই হজ্বকেই "বিদায় হজ্ব" বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই হজ্বে আমাদের নবী ﷺ আরাফার দিন সকল সাহাবাদেরকে একত্রিত করলেন এবং খুবই প্রতিক্রিয়াশীল একটি ভাষণ দিলেন।

এরপর সাহাবা رضي الله عنهم দের কাছে জিঙ্গেস করলেন যে, "আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি?" সকল সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم সমস্বরে বললেন, জি হ্যাঁ, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, এবং নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

এরপর আমাদের নবী ﷺ হজ্বের সকল রোকন আদায় করে সমস্ত কাফেলার সাথে পবিত্র মদীনায় ফিরে আসলেন।

প্রশ্নাবলী

১) আমাদের নবী ﷺ কবে হজ্ব আদায় করেছেন?

২) আমাদের নবী ﷺ এর শেষ হজ্বকে কি বলে?

৩) এই হজ্বে আমাদের নবী ﷺ এর সাথে কতজন সাহাবী رضي الله عنهم ছিলেন?

৯ নবম মাসে ৭ দিন পড়াবেন

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[সীরাত]

সবক ঃ ১১ আমাদের নবী ﷺ এর মৃত্যু

যখন আমাদের নবী ﷺ আল্লাহর পয়গাম আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং চতুর্দিকে ইসলামের বাণী প্রচার হল। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রিয় নবী ﷺ কে নিজের কাছে ডেকে নেওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং হজ্জের সফর হতে ফেরার তিনমাস পর আমাদের নবী ﷺ এর শরীর খারাপ হতে লাগল। যতক্ষণ তার মধ্যে চলার শক্তি ছিল, নিয়মিত নামায পড়াতে মাসজিদে যেতেন। কিন্তু যখন চলার শক্তি একেবারে হারিয়ে গেল, তখন নবী ﷺ হযরত আবু বকর رضي الله عنه কে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। হুজুর ﷺ এর অসুস্থতা কমতে বাড়তে লাগল। সোমবার সকালে হুজুর ﷺ এর শরীর একটু ভাল মনে হল। এবং স্বীয় কামরার পর্দা সরিয়ে সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم কে দেখলেন ও মুচকি হাঁসলেন। পুণ:রায় হঠাৎ শরীর বেশী খারাপ হতে লাগল এবং হুজুর ﷺ বারংবার বেহুশ হতে লাগলেন। এই অস্থিরতার মধ্যে দিয়েও হুজুর ﷺ বারংবার বলছিলেন যে, তোমরা নামায কখনো পরিত্যাগ কর না এবং দাস-দাসীদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। পরিশেষে ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে তাঁর পবিত্র আত্মা দেহ ত্যাগ করে। (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ)

প্রশ্নাবলী

১) হুজুর ﷺ এর অসুস্থতার অবস্থা বর্ণনা করুন।

২) হুজুর ﷺ শেষ সময়ে কি নছীহাত করেছিলেন?

৩) হুজুর ﷺ এর মৃত্যু কবে হয়েছিল?

৯	নবম মাসে	৮	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

Deeniyat

সবক ঃ ১২ আমাদের নবী ﷺ এর সন্তানাদী

আমাদের নবী ﷺ এর তিনজন পুত্র সন্তান ছিল: ক্বাসিম رضي الله عنه , ইব্রাহীম رضي الله عنه ও আব্দুল্লাহ رضي الله عنه এবং চার জন কন্যা সন্তান ছিল: যয়নাব رضي الله عنها , উম্মে কুলসুম رضي الله عنها, রুকাইয়া رضي الله عنها ও ফাতিমা رضي الله عنها ।

আমাদের নবী ﷺ এর সমস্ত পুত্র সন্তানরা বাল্য কালেই মৃত্যুবরণ করেছিল, এবং কন্যা সন্তানরা জীবিত ছিল । আমাদের নবী ﷺ নিজের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা رضي الله عنها কে অনেক ভালবাসতেন, তার বিবাহ হযরত আলী رضي الله عنه এর সাথে হয়েছিল । এবং তাদের থেকে হযরত হাসান رضي الله عنه ও হুসাইন رضي الله عنه জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

প্রশ্নাবলী

১) আমাদের নবী ﷺ এর কতজন সন্তান ছিল এবং তাদের নাম কি ছিল?

২) হযরত ফাতিমা رضي الله عنها এর বিবাহ কার সাথে হয়েছিল এবং তাদের থেকে কে জন্ম গ্রহণ করেছিল ?

১০ দশম মাসে ৬ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ১৩ আমাদের নবী ﷺ এর স্বভাব ও চরিত্র

- আমাদের নবী ﷺ সকলের সঙ্গে মহব্বতের সাথে মিলতেন । তিনি কাউকে খারাপ বলতেন না ।
- আমাদের নবী ﷺ অনেক বীরত্বশীল ও শক্তিশালী ছিলেন ।
- আমাদের নবী ﷺ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশীল ও খুবই সাহসী ছিলেন ।
- আমাদের নবী ﷺ অনেক দানশীল ছিলেন, কখনো কাউকে খালি হাতে ফিরাতেন না ।

٨

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

[সীরাত]

- আমাদের নবী ﷺ কখনো নিজের ব্যক্তিগত কারনে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতেন না ।
- আমাদের নবী কষ্টদাতাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ অলসতা ও বিলাসিতাকে খুবই অপছন্দ করতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ ধনী-গরীব, মনিব ও চাকর সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ তার উপর অত্যাচার কারীকে ক্ষমা করে দিতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ অনেক লজ্জাশীল ছিলেন, সর্বদা দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ পানাহার ও পরিধানে স্বাভাবিকতা অবলম্বন করতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ অনেক অতিথি পরায়ন ছিলেন ।
- আমাদের নবী ﷺ বিপদ-আপদ ও পরিক্ষায় ধৈর্য ধারন করতেন।
- আমাদের নবী ﷺ আল্লাহর অনেক বেশী উপাসনা করতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ বাড়ির ছোট-খাট কাজ নিজেই করে নিতেন ।
- আমাদের নবী ﷺ পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করতেন ও অপরিচ্ছন্নতাকে ঘৃণা করতেন ।

Deeniyat

প্রশ্নাবলী

১) আমাদের নবী ﷺ বিপদ-আপদ ও পরিক্ষার সময় কি করতেন?

২) আমাদের নবী ﷺ ধনী-গরীব,মনিব ও চাকর সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

৩) আমাদের নবী ﷺ এর কিছু স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা কর ।

১০ দশম মাসে ১৪ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

ছাত্রদের তারবিয়াতের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যায়ের মধ্যে একথাটি বোঝানো হয়েছে যে, নামায, রোযা ছাড়াও পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকুম ও নবী ﷺএর নূরানী তরীকা অনুযায়ী পরিচালনা করার নাম দ্বীন। ছাত্রদের সামনে এটি পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে,

- ঈমান বলতে ঐ সমস্ত বিষয় বোঝায়, যার উপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। যেমন আল্লাহ এক, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী এবং রসূল ইত্যাদি।
- ইবাদাত বলতে বোঝায় নামায, রোযা,হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি।
- লেন-দেন বলতে বোঝায় ক্রয়-বিক্রয় কোন জিনিস ভাড়ায় আদান প্রদান করা ও পরস্পরে লেনদেন করা ।
- সামাজিকতা বলতে বোঝায় পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা।
- আচার আচরণ বলতে বোঝায় মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণাবলী; যেমন: সৎ হওয়া, সত্যবাদী হওয়া ইত্যাদি।
- এই ইসলামী তারবিয়ত অধ্যায়ে হিফযে হাদীস পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হাদীসগুলোকে সামনে রেখে সবক তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত সবকগুলো ছাত্রদের মুখস্থ করাতে হবে এবং উল্লেখিত পঞ্চ-শাখাকে তাদের স্মৃতিপটে গেঁথে দিয়ে উক্ত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ছাত্রদেরকে নিজ জীবন অতিবাহিত করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে ।

Deeniyat

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সহজ দ্বীন ঃ আল্লাহর আদেশ ও নবী কারীম ﷺ এর নূরানী তরীকানুযায়ী জীবন যাপন করাকে “দ্বীন” বলে ।

হদীস ঃ হুযুর ﷺ বলেছেনঃ দ্বীন সহজ ।

[শুয়াবুল ঈমানঃ ৩৮৮১, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

আল্লাহ্ তা’আলা সকল মানব জাতির সফলতা দ্বীনের মধ্যে রেখেছেন, যেমন পানি প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন তদ্রূপ দ্বীন ও প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন । সুতরাং ভালভাবে দ্বীন শিক্ষা করা এবং সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করা উচিৎ । আল্লাহ্ তা’আলা দ্বীনকে এত সহজ বানিয়েছেন যে, প্রত্যেকে তার উপর আমল করতে সক্ষম হয় ।

দ্বীনের পাঁচটি অধ্যায় রয়েছেঃ ঈমান, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা এবং আচার-আচরণ । যখন এই পঞ্চ অধ্যায়ের সাথে দ্বীন মানব জীবনে প্রকাশিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ হতে সফলতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে ।

Deeniyat

৪ - ইসলামী তরবিয়ত

সহজ দ্বীন

আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র মানব জাতির ইহ্কাল ও পরকালের সফলতা দ্বীনের উপর চলার মধ্যে নিহিত রেখেছেন। আর দ্বীনের প্রশিদ্ধ পাঁচটি শাখা রয়েছে :

১ ঈমান
২ ইবাদাত
৩ লেনদেন
৪ সামাজিকতা
৫ আচার-আচরণ

এ সমস্ত শাখার উপর আল্লাহ্র হুকুম ও নবী ﷺ এর তরীকানুযায়ী জীবন যাপন করাকে "দ্বীন" বলে ।

সবক ঃ ১ হাদীস নম্বর ২১ ঈমা-ন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

[তিরমিযী: ২৫১৬,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থ: যখন তোমরা সাহায্য চাও, তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাও ।

- আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় শক্তি দ্বারা সকলের সাহায্য করতে পারেন ।
- আমরা নিজেদের সমস্ত কাজে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের মুখাপেক্ষি ।
- যখনই প্রয়োজন পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ।

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ২ হাদীস নম্বর (২২) ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

[বুখারী: ৫০২৭, উসমান رضي الله عنه]

অর্থ:তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে ও শেখায়।

- কুরআনে কারীম পড়া ও শুনা ঈবাদাত।
- কুরআনে কারীম আল্লাহ্ তা'আলার বানী।
- কুরআনে কারীম শিখে ছহীহ শুদ্ধ করে পড়া উচিৎ।

৬ ষষ্ঠ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ হাদীস নম্বর (২৩) লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

[তিরমিযী : ১২০৯, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থ: সৎ ও আমানাত দার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

- সততা ও আমানাত দারী অনেক ভাল অভ্যাস।
- সততা ও আমানাত দারীর মাধ্যমে ব্যবসায় বরকত হয়।
- সৎ ও আমানাতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা অনেক বেশী।

৭ সপ্তম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ৪ হাদীস নম্বর ২৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا

[আবূদাউদ:৪০৮৪, জাবির বিন সুলাইম رضي الله عنه]

অর্থঃ কখনো কাউকে গালি দিওনা ।

- কাউকে গালি দেওয়া অনেক বড় গুনাহ ।
- গালি দিলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন ।
- গালিদাতাদেরকে লোক ঘৃণা করে ।

৭ সপ্তম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ হাদীস নম্বর ২৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ

[তিরমিযি: ১৯৬১, আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه]

অর্থ: দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম এবং জান্নাতের ও নিকটতম হয় ।

- দানশীলতা অনেক ভাল অভ্যাস ।
- দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা ভাল বাসেন ।
- দানশীল ব্যক্তি মানুষের নিকটতম হয় ।

৮ অষ্টম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ৬ হাদীস নম্বর ২৬ ঈমা-ন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

[তিরমিযি: ১৯৮৭, আবু যার رضي الله عنه]

অর্থ: তোমরা যেখানে থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর।

- আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা নিজের বান্দাদেরকে দেখতে থাকেন।
- সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিৎ।
- নির্জনেও কোন অন্যায় কাজ করা উচিৎ নয়।

৮ অষ্টম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৭ হাদীস নম্বর ২৭ ইবা-দাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

[তিরমিযি: ৩৩৭১, অনাস رضي الله عنه]

অর্থ: দু'আ ঈবাদাতের সার বস্তু।

- আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ চাওয়া ইবাদাত ও সওয়াবের কাজ।
- আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমের মধ্যে দু'আ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
- প্রত্যেক গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ চাওয়া উচিৎ।

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ৮ হাদীস নম্বর ২৮ লেন-দেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ

[মুসলিম: ৪২১০, আবূ ক্বাতাদা رضي الله عنه]

অর্থ: ক্রয়-বিক্রয়ের বেশী ক্বসম খাওয়া থেকে বেঁচে থাক।

- কথায় কথায় ক্বসম খাওয়া খারাপ অভ্যাস।
- ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সত্য কথা বলা উচিৎ।
- মিথ্যা ক্বসম খাওয়া অনেক বড় গুনাহ।

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৯ হাদীস নম্বর ২৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ

[তিরমিযী : ১৯৫৫, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থঃ যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় আদায় করে না, কৃতজ্ঞতা ও আদায় করল না।

- কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ভাল অভ্যাস।
- যদি কেউ উপকার করে তবে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিৎ।
- অ-কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়।

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

Deeniyat

সবক ঃ ১০ হাদীস নম্বর ৩০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

[মুসনাদে আহমাদ:৮৮৬৯,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ: ভাল কথা সদকা সমতুল্য।

- যখনই কথা বলতে হয়, ভাল কথা বলা উচিৎ।
- যখন কথা বলার প্রয়োজন না হয়, চুপ থাকা উচিৎ।
- পরস্পর কথার মধ্যে খারাপ কথা বলা উচিৎ নয়।

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৫ - ভাষা

৮

[আরবী]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

আরবীর এ বছরের কোর্সে “শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ” এবং “ইসলামী মাসের নামসমূহ” এবং বিবিধ বিষয় যোগ করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত কোর্সটি প্রথমে পাঁচমাসে পড়াতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল সহজ শব্দাবলী সমষ্টিগতভাবে মুখস্থ করাতে হবে এবং সেগুলোর অনুশীলনের সময় শব্দের সিরিয়াল পরিবর্তন করে সেগুলোকে আগে পিছে করে জিঙ্গেস করতে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আরবী ঃ আরবের ভাষাকে “আরবী” বলে।

কুরআন ঃ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا ۝ [সূরায়ে ইউসূফ: ২]

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

মুসলমানদের আসল ভাষা হল আরবী, সুতরাং আরবী ভাষার সাথে প্রতিটি মুসলমানের আন্তরীক সম্পর্ক ও ভালবাসা থাকা উচিৎ এবং তা শেখারও চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা তা ইসলামের ভাষা, কুরআনের ভাষা, আমাদের নবী কারীম ﷺ এর ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা।

Deeniyat

সবক ঃ ১ اَلْأَشْهُرُ মাসসমূহ

১	مُحَرَّمُ الْحَرَامِ	৭	رَجَبُ الْمُرَجَّبِ
২	صَفَرُ الْمُظَفَّرِ	৮	شَعْبَانُ الْمُعَظَّمِ
৩	رَبِيْعُ الْأَوَّلِ	৯	رَمَضَانُ الْمُبَارَكِ
৪	رَبِيْعُ الثَّانِيْ	১০	شَوَّالُ الْمُكَرَّمِ
৫	جُمَادَى الْأُوْلٰى	১১	ذُوالْقَعْدَةِ الْحَرَامُ
৬	جُمَادَى الثَّانِيَةِ	১২	ذُوالْحِجَّةِ الْحَرَامُ

Deeniyat

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

৫ - ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ২ اَلْأَوْقَاتُ সময়সমূহ

রাত	لَيْلٌ	দিন	نَهَارٌ
উষা	صَادِقٌ صَبَاحٌ	সকাল	صُبْحٌ
বিকাল	مَسَاءٌ	সূর্যদয়	اَلطُّلُوْعُ
দুপুর	نِصْفُ النَّهَارِ	সূর্যাস্ত	اَلْغُرُوْبُ
সেকেন্ড	ثَانِيَةٌ	মিনিট	دَقِيْقَةٌ
ঘণ্টা	سَاعَةٌ	মাস	شَهْرٌ
বছর	سَنَةٌ	যুগ	دَهْرٌ
শতাব্দী	قَرْنٌ	সময়	وَقْتٌ

২	দ্বিতীয় মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৩ اَنْوَاعٌ مُخْتَلِفٌ বিবিধ

বাড়ি	دَارٌ	দালান	عِمَارَةٌ
কক্ষ	غُرْفَةٌ	দরজা	بَابٌ
জানালা	نَافِذَةٌ	ছাদ	سَقْفٌ
সিঁড়ি	مِعْرَاجٌ	সিন্দুক	صُنْدُوقٌ
সোফা	أَرِيْكَةٌ	তালা	قُفْلٌ
চাবি	مِفْتَاحٌ	আয়না	مِرْآةٌ
চিরুনী	مُشْطٌ	টেবিল	طَاوِلَةٌ
কম্বল	حِرَامٌ	ছাতা	مِظَلَّةٌ

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৪ اَلْاَقَارِبُ আত্মীয়-স্বজন

দাদা/নানা	جَدٌّ	আম্মু	اُمٌّ
দাদী/নানী	جَدَّةٌ	জামাই	خَتَنٌ
মামা	خَالٌ	ভাই	اَخٌ
স্ত্রী	زَوْجَةٌ	বোন	اُخْتٌ
বন্ধু	صَدِيْقٌ	ছেলে	اِبْنٌ
চাচা	عَمٌّ	মেয়ে	بِنْتٌ
ফুফু	عَمَّةٌ	বড় ভাই	اَخٌ كَبِيْرٌ
আব্বু	اَبٌ	ছোট ভাই	اَخٌ صَغِيْرٌ

৪ চতুর্থ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

সবক ঃ ৫ اَلْاُمُوْرُ الْفِطْرِيَّةُ প্রাকৃতিক বস্তু

পৃথিবী	أَرْضٌ	আগুন	نَارٌ
আকাশ	سَمَاءٌ	বাতাস	رِيْحٌ
চন্দ্র	قَمَرٌ	বৃষ্টি	مَطَرٌ
সূর্য	شَمْسٌ	মহাবিশ্ব	عَالَمٌ
তারকা	نَجْمٌ	দালান	عِمَارَةٌ
পুকুর	غَدِيْرٌ	ঘর	بَيْتٌ
নদী	نَهْرٌ	খানা	طَعَامٌ
সাগর	بَحْرٌ	পান করা	شَرَابٌ

৫ পঞ্চম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

Deeniyat

٨ سوالات ؟

প্রথম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ হুরুফে হালক্বী কয়টি ও কি কি?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে আদিয়াত ও সূরায়ে হুমাযাহ্ শোনাও।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার দুআ ও সুন্নতসমূহ্ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে ইস্তিগফার এবং ঈমানে মুফাস্সাল অর্থসহ শোনাও।
	নামায	ঃ ① দুয়ায়ে কুনুত শোনাও। ② আযান ও মুআজ্জিন কাকে বলে? ③ আযানের কালিমাসমূহ শোনাও। ④ ইক্বামাতের কালিমাসমূহ শোনাও।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক رضي الله عنه এর নাম কি ছিল? ② ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আবু বাকার সিদ্দিক رضي الله عنه এর নাম কি রাখা হয়েছিল?
ভাষা	আরবী	ঃ ① ইসলামী মাস সমূহের নাম শোনাও।

দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ নূন সাকিন ও তানবীনের ইযহার কখন করতে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে মাঊন ও সূরায়ে কাফিরুন শোনাও।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ অযুর পরের দুআ ও পায়খানার সুন্নতসমূহ্ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ① পুরো পৃথিবীর মানুষদেরকে কি আল্লাহ্ তায়ালা একাই সৃষ্টি করেছেন? ② আল্লাহ্ তায়ালার কি মা বাপ আছে? ③ সৃষ্টিজীবের ন্যায় আল্লাহ্ তায়ালার কি আকার আকৃতি আছে?
	নামায	ঃ ① ইক্বামাতের উত্তরে কি বলা উচিৎ? ② ইমাম ও মুক্তাদি কাকে বলে? ③ জামাতে নামায পড়ার সওয়াব কি পরিমান?
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① হযরত উমর رضي الله عنه কোন সূরা পড়ে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন? ② মুসলমানেরা সর্বপ্রথম কাবা ঘরে নামায কবে পড়েছিলেন? ③ কোন নবীকে মাছে গিলে ফেলেছিল?
ভাষা	আরবি	ঃ বিকাল/দুপুর/মিনিট এর বছরের আরবি বল।

Deeniyat

سوالات

তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ	① ইখ্‌ফার হরফ কয়টি ও কি কি? ② নূন সাকিন ও তানবীনের ইখফা কখন করতে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে যুহার ৫ আয়াত শোনাও।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	বাড়িতে প্রবেশ করার দুআ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	①ফিরিশতারা কারা? ② আল্লাহ্ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে কি ধরণের শক্তি দিয়েছেন?③ ফিরিশতাদের সংখ্যা কত?
	নামায	ঃ	① ইমাম কেমন হওয়া উচিৎ? ② কাতার ঠিক করার নিয়ম বল।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	① ক্বওমে আ'দের নবী কে ছিলেন? ② হযরত শুআইব عليه السلام কোন শহরে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন?③ জ্বিন ও বাতাসের উপর কোন নবীর রাজত্ব ছিল?
ভাষা	আরবি	ঃ	দরজা/ছাদ-তালা-আয়নার আরবি বল।

চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ	নূন সাকিন ও তানবীনের ইক্বলাব কখন করতে হয়?
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে যুহা পূর্ণ শোনাও।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	বাড়িতে প্রবেশ করার সুন্নত সমূহ এবং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দুআ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	(১) বিপদাপদ ও কঠিন অবস্থা হতে মানুষের রক্ষাকারী ফিরিশতাগনের নাম কি? (২) কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশতাগনের নাম কি? (৩) আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের নাম কি?
	নামায	ঃ	মুক্তাদী কি ইমামের পিছে ক্বেরাত পড়বে?
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	① আহ্‌লে বাইত কাকে বলে? ② জান্নাতি পুরুষদের সর্দার কে হবে?
ভাষা	আরবি	ঃ	বন্ধু-ফুফু-মা এবং বড় ভাইয়ের আরবি বল।

Deeniyat

পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ নূন সাকিন এবং তানবীনের পর লাম অথবা রা'র মধ্য হতে কোন অক্ষর আসলে নূন সাকিন এবং তানবীনকে কিভাবে পড়তে হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ইনশিরাহ এর ৪ আয়াত শোনাও।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ নূতন কাপড় পরিধান করার দুআ শোনাও।
আকাইদ মাসায়িল	আকাইদ	ঃ (১) সহীফা কোন কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল? (২) কুরআন শরীফে কি কোন পরিবর্তন হতে পারে? (৩) আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব এবং সহীফা সমূহের ব্যাপারে কি ঈমান রাখা উচিৎ?
	নামায	ঃ জুমআর নামায কখন পড়তে হয় ? জুমআর নামাযে কোন সূরা পড়া সুন্নাত?
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ (১)হযরত ফাতিমা رضی اللہ عنہا নবী কারীম ﷺ এর কে ছিলেন? (২) আবে যমযম কি জিনিস?
ভাষা	উর্দূ	ঃ আকাশ-তারকা-নদী এবং বৃষ্টির আরবি বল।

ষষ্টম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ নূন সাকিন এবং তানবীনের পর يومن এর মধ্য হতে কোন অক্ষর আসলে নূন সাকিন এবং তানবীনকে কিভাবে পড়তে হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ইনশিরাহ্ শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১ হতে হাদীস নং ২০ শোনাও।
আকাইদ মাসায়িল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلْقَوِيُّ পর্যন্ত আসমায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসায়িল	ঃ নামাযের শর্তসমূহ এবং অযু ভঙ্গের কারণসমূহ শোনাও।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ (১)আমাদের নবী ﷺ এর মক্কী জীবনের সারাংশ বর্ণনা কর। (২)আমাদের নবী ﷺ কার বাড়িতে অবস্থান করেন?
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট।

Deeniyat

سوالات

সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ	মীম সাকিনের ইযহার কখন হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে ত্বীনের ৪ আয়াত শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ	হাদীস নং ২১ এবং হাদীস নং ২২ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ	هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلْمُبْدِئُ পর্যন্ত আসমায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ	ইস্তিঞ্জার নিয়ম বল।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ	(১) আমাদের নবী ﷺ এর মদীনা পৌঁছনোর সময় মদীনার অবস্থা কিরুপ ছিল? (২) মুনাফিক কারা ছিল এবং তারা কি করত? (৩) বদর যুদ্ধে মুসলমান এবং কাফিরদের সংখ্যা কত ছিল?
ভাষা	আরবি	ঃ	রিপিট

অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ	মীম সাকিনের ইখফা কখন হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে ত্বীন পূর্ণশোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ	হাদীস নং ২৩ এবং হাদীস নং ২৪ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ	هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلْقَيُّوْمُ পর্যন্ত আসমায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ	নামায ভঙ্গের ৮ টি কারণ শোনাও।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ	① খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা কর। ② কোন কোন শর্তের উপর হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল?
ভাষা	আরবি	ঃ	রিপিট

Deeniyat

নবম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ মীম সাকিনের ইদগাম কবে হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ক্বদরের ৩ আয়াত শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ২৬ এবং হাদীস নং ২৭ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ হতে اَلصَّمَدُ পর্যন্ত আস্‌মায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ নামায ভঙ্গের পূর্ণ কারণসমূহ শোনাও।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ (১) যারা আমাদের নবী ﷺ এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছিল মক্কা বিজয়ের সময় তাদের সাথে আমাদের নবী ﷺ কিরুপ ব্যবহার করেছিলেন? (২) আমাদের নবী ﷺ এর শেষ হজ্বকে কি বলে?
ভাষা	উর্দূ	ঃ রিপিট

দশম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	কায়েদার বাস্তব অনুশীলন	ঃ দুই যবর এবং গোল তার উপর ওয়াকফ কিভাবে করতে হবে?
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ক্বদর পূর্ণ শোনাও।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ২৮,২৯ এবং ৩০ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আসমায়ে হুসনা	ঃ هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ হতে اَلظَّاهِرُ পর্যন্ত আসমায়ে হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ কোন কোন সময় নামায পড়া জায়েয নেই?
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ (১) আমাদের নবী ﷺ এর কতজন সন্তান ছিল এবং কে কে? (২) আমাদের নবী ﷺ কিছু চরিত্র ও অভ্যাস বর্ণনা কর।
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

Deeniyat

নামাযের তালিকা

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর	শিক্ষকের সাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর	শিক্ষকের সাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর	শিক্ষকের সাক্ষর

যদি ছাত্র/ছাত্রীরা নামায পড়ে নেয়,চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া,সময় মত পড়ে নিক অথবা ক্বাযা করে নিক,সর্বাবস্থায় এই ✓ চিহ্ন লাগান ।

Deeniyat

নামাযের তালিকা

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর

শিক্ষকের সাক্ষর

মে

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর

শিক্ষকের সাক্ষর

জুন

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর

শিক্ষকের সাক্ষর

নামাযের তালিকা

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

শিক্ষকের সাক্ষর

আগষ্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

শিক্ষকের সাক্ষর

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

শিক্ষকের সাক্ষর

Deeniyat

নামাযের তালিকা

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর

শিক্ষকের সাক্ষর

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর

শিক্ষকের সাক্ষর

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের সাক্ষর

শিক্ষকের সাক্ষর

Deeniyat

মাসিক উপঃ / অনুঃ তালিকা

মাস	মোট, শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						

Deeniyat